المكتب التعاوني للدعوة والارشاد
وتوعية الجاليات بالبديعة
Badeea Islamic Center

البديعة
badeea

প্রত্যহ পঠনীয় দারস্‌সমূহ

الدروس اليومية

سلسلة الكتب (47)

بنغالي

إعداد وترجمة

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الدروس اليومية
أعده وترجمه للغة البنغالية
شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعة الأولى: ١٤٢١/٩ هـ.

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٢١هـ.
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (الزلفي)
منهاج المسلم - بالزلفي
... ص؛ ... سم
ردمك: ٧-٩٦-٨١٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١- الإسلام - مبادىء عامة أ- العنوان
ديوي ٢١١ ٢١/٤٣٧٣

رقم الإيداع: ٢١/٤٣٧٣
ردمك: ٧-٩٦-٨١٣-٩٩٦٠

صف وإخراج: **شعبة توعية الجاليات في الزلفي**

الدروس اليومية
প্রত্যহ পঠনীয় দার্‌সসমূহ

১। সময়ের মূল্য দেওয়া এবং উহা অনর্থক ব্যয় না করা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি সম্পদের ব্যাপারে বহু মানুষই প্রতারিত। আর তা হলো, সুস্থতা ও অবসর।' (বুখারী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (রমযানের) শেষ দশকে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন, পরিবারদেরও জাগাতেন এবং অত্যধিক মেহনত সহকারে এবাদত করতেন'(বুখারী-মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন কোন আদম সান্তানের পা তার প্রভুর নিকট থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। আর তা হলো, স্বীয় জীবন কিসে অতিবহিত করেছে, যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছে,মাল কিভাবে অর্জন করেছে ও কোন পথে ব্যয় করেছে এবং স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী অমল কি করেছে?।' (তিরমিযী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (শেষ রাতে শত্রুর) আশংকা বোধ করে, সে যেন সন্ধারাতেই যাত্রা করে। আর যে সন্ধ্যারাতেই যাত্রা করে, সে তার গন্তব্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর

সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রেখো, আল্লাহর সামগ্রী হলো, জান্নাত।' (তিরমিযী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। লাভদায়ক জিনিসেই সময়ের ব্যয় অপরিহার্য।

২। প্রত্যেক আদম সন্তান তার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩। নিজেদের সময়ের অপচয় তারাই করে, যারা তা অনর্থক ব্যয় করে। আর তারাই এ ব্যাপারে প্রতারিত।

২। তাবিজ ব্যবহার করার বিধান

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ্ যদি আমার কোন অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে।' (৩৯ঃ ৩৮)

উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, আল্লাহ্ যেন তার আশা পূরণ না করে।' (আহমদ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, সে যেন শির্ক করলো।'

আব্দুল্লাহ্ বিন উকাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলাবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হবে।' (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ এবং যাদু-মন্ত্র শির্ক।' (আহমদ, আবু দাউদ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যদি কেউ এই বিশ্বাস করে তাবিজ ব্যবহার করে যে, তাতে লাভ ও ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইষ্টানিষ্টের মালিক বলে বিশ্বাস করার কারণে শির্কে আকবার (বড় শির্ক) সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। তবে যদি সে বিশ্বাস করে যে, এটা একটি উপকরণ মাত্র, তাহলে তা শির্কে আসগার (ছোট শির্ক) হবে।
২। তাবিজ ব্যবহার করা বৈধ নয়, যদিও তা কুরআন থেকে হয়। কারণ, সাহাবারা একাজ করেন নি। তাছাড়া এটা অন্য কিছু ঝুলানোর অসীলা বা মাধ্যম হয় এবং এতে রয়েছে কুরআনের অবমাননা।
৩। গাড়ির মধ্যে কাপড়ের কোন টুকরো ইত্যাদি রাখা, অথবা নজর দোষ থেকে বাঁচর জন্য কুরআন শরীফ রাখাও এর (শির্কের) আওতায় পড়ে।

৩। গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট যাওয়া হারাম

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে নবী! লোকদের বলে দাও! আসমানে ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না।' (২৭ঃ ৬৫)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কিছু স্ত্রীদের থেকে বর্ণিত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তাঁর নামায গ্রহণ করা হবে না।' (মুসলিম)
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে তার কথার সত্যায়ন

করলো, অথবা হায়েয অবস্থায় নারীর সাথে সঙ্গম করলো, কিংবা স্ত্রীর পায়খানার রাস্তা ব্যবহার করলো, সে তা থেকে দায়িত্বমুক্ত, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।' (আবু দাউদ)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে গণক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, ওরা কিছুই নয়। তারা বললো, কোন কোন সময় তারা কোন জিনিস সম্পর্কে খবর দিলে, তা সত্য হয়। এর উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ওটা এমন এক সত্য বাক্য যা জ্বিন গোপনে শুনে তার সহচরদের কানে দিয়ে দেয়, যারা তার সাথে এক শত মিথ্যা মিশ্রিত করে পেশ করে।' (বুখারী- মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট যাওয়া হারাম; যারা অদৃশ্য ও অতীতে যা ঘটেছে এবং আগামীতে যা ঘটবে, সেই জ্ঞানের দাবী করে।

২। গণকদের কোন কোন কথা সত্যও হয়। তবে তার সাথে শতাধিক মিথ্যা মিশ্রিত থাকে।

৩। হস্ত রেখা দেখে কোন কিছু নির্ণয় করাও গণকশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৪। যাদু থেকে সতর্ক করণ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'অথচ সেই সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করলো, শয়তান যা সোলাইমানের রাজত্বের নাম দিয়ে পেশ করতে ছিল। প্রকৃতপক্ষে সোলাইমান কখনই কুফরী আবলম্বন করেন নাই। কুফরী অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদুগিরি

শিক্ষাদান করেছিল। বেবিলনের হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল, তারা উহারই প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তাঁরা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এই জিনিসের শিক্ষা দিতেন, তখনই প্রথমে এই কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিতেন যে, দেখো আমরা নিছক একটা পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরী পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না। তা সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট থেকে সেই জিনিস শিক্ষা করতে ছিল, যদ্দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে এই উপায়ে তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হত না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিক্ষা গ্রহণ করতো, যা তাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভাল করে জানতো যে, এই জিনিসের খরিদ্দার হলে, তাদের জন্য পরকালের কোনই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রি করেছে, তা কতই নিকৃষ্ট জিনিস। এ কথা তারা যদি জানতে পারত।' (২ঃ ১০২) অনত্র আল্লাহ বলেন, 'যাদুকর কখনই সফল হতে পারে না যত জাঁকজমক করে আসুক না কেন।' (২০ঃ ৬৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ধ্বংসকারী সাতটি জিনিস থেকে বাঁচো, সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সাতটি জিনিস কি কি? উত্তরে বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, আল্লাহ কর্তৃক হারাম কৃত কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং পবিত্রা, সাধাসিধা মুমেনা মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যাদু হরাম এবং তা হলো ধ্বংসকারী পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
২। যাদু হলো ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তুসমূহের অন্যতম। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তাই তোমরা কুফরী কর না।' তাছাড়া যাদু শয়তানের এবাদত ব্যতীত হয় না।
৩। যাদুকরদের নিকট যাওয়া ও তাদের সাথে চলাফেরা করা হারাম।

৫। ঝাড়-ফুঁক

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ এবং যাদু-মন্ত্র শির্ক।' (আহমদ,আবু দাউদ)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রত্যেক বিষাক্ত জিনিস থেকে (রক্ষার্থে) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায়-যে রোগে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন-'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' ইত্যাদি পড়ে নিজের উপর ফুঁকতেন। যখন তিনি ভারী হয়ে গেলেন, তখন আমি পড়ে রাসূলের উপর ফুঁকতাম এবং রাসূলের বরকতময় হাত তাঁর শরীরে বুলাতাম।' (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতঃ ফুঁকতেন এবং বলতেন,

((اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لاشفاء إلا

شفاءك، شفاء لايغادر سقما))

অর্থাৎ, 'হে মানবকুলের প্রভু! রোগ দূরীভূত করে দিয়ে আরোগ্যদান করো, তুমিই আরোগ্যদাতা। তুমি ছাড়া কেউ আরোগ্য দিতে পারে না। এমন আরোগ্য দান করো যার পর কোন রোগ যেন অবশিষ্ট না থাকে।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কুরআন ও শরীয়ত সমর্থিত দোয়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয।
২। শরীয়ত সমর্থিত দোয়া ও কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হারাম।
৩। যদি ঝাড়-ফুঁক এমন কোন দোয়া দ্বারা করা হয়, যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকা হয়েছে, তাহলে তা বড় শির্কে পরিণত হবে।
৪। মানুষ নিজে কিছু পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতে পারে। এটা অপরজনের করা আবশ্যক নয়।

৬। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ হারাম

ইবনে উমার (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের বাপদের নামে শপথ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই যদি কেউ শপথ গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে হয় আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করবে, না হয় চুপ থাকবে।' (বুখারী-মুসলিম)

বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমানতের দোহাই দিয়ে শপথ গ্রহণ করবে, সে

আমার উম্মত নয়।' (আবু দাউদ)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একজনকে কা'বার নামে শপথ গ্রহণ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে শপথ করো না। কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করলো, সে কুফরী করলো, অথবা শির্ক করলো।' (তিরমিযী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গায়রুল্লার নামে শপথ গ্রহণ হারাম। আর তা হলো এমন ছোট শির্ক, যা বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত।

২। নবী, কা'বা, মান-মর্যাদা ও জীবন ইত্যাদি সহ সৃষ্টিকুলের নামে শপথ গ্রহণ করা হারাম।

৩। আল্লাহ, অথবা তাঁর নামসমূহ, কিংবা তাঁর গুণাবলী ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৭। অলক্ষণ-কুলক্ষণ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সংক্রামক কোন ব্যাধি এবং অলক্ষণ-কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই।তবে আশাবাদিতা আমাকে ভাল লাগে। আর তা হলো, সুন্দর বাক্য।' (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, '(কোন কিছুর মাধ্যমে) শুভাশুভ নির্ণয় করা শির্ক।' (আবু দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোন কিছুকে অলক্ষণ-কুলক্ষণ মনে করা নিষেধ। অর্থাৎ, কোন পাখি বা অন্য কিছুকে অশুভ জ্ঞাপন করতঃ কাজ বর্জন করা।

২। আর তা যদি কার্যাদি ত্যাগ করার মাধ্যম হয়, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারাও লাভ-লোকসান সাধিত হতে পারে মনে করার কারণে তা শির্ক বলে গণ্য হবে।

৩। আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রেখে আশাবাদী বা শুভ কামনা করা মুস্তাহাব।

৮। আল্লাহর উপর ভরসা রাখা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যে লোক আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।'(৬৫ঃ ৩) মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'ঈমানদার লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।' (৬৪ঃ ১৩)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক উম্মতকে আমার উপর পেশ করা হলো। একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। একজন নবীকে তাঁর সাথে একজন ও দু'জন লোক ছিল। আর একজন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ ছিল না। হঠাৎ এক বিরাট দল দেখলাম। আমি ভাবলাম, এটা হয়তো আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো, এটা মুসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত। তবে আপনি উপর দিকে দেখুন। আমি দেখলাম সেখানেও এক বিরাট দল। আমাকে বলা হলো, এটা তোমার উম্মত। এদের মধ্যে ৭০হাজার এমনও লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাব ও বিনা কোন শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরায় চলে গেলেন। লোকেরা উক্ত লোকদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিলেন। কেউ বললো, ওরা মনে হয় সেই লোক যারা ইসলাম নিয়েই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করেনি। আরো বিভিন্ন কথা-বার্তা তাঁরা বলাবলি করছিলেন। এসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপারে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করছো? তাঁরা তাঁকে এ সম্পর্কে জানালেন। তিনি বললেন, ওরা হলো সেই লোক, যারা তাবীজ তুমরার কারবার করে না ও করায়ও না, অলক্ষণ-কুলক্ষণ বলে কোন কিছুকে মনে করে না এবং তারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর উপর ভরসা রাখার মর্যাদা বিরাট এবং তা মহান এবাদত সমূহের অন্যতম।

২। আল্লাহর উপর ভরসার বাস্তবায়ন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার উপকরণ।

৯।দোআ কবুল হওয়ার সময়

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'বান্দা সেজদারত অবস্থায় তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটে হয়। অতএব সেজদায় বেশী বেশী দোআ করো।' (মুসলিম)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আযান ও ইকামতের মধ্যেকার দোআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।' (তিরমিজী)

সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি জিনিস রদ করা হয় না, অথবা দু'টি জিনিস খুব কমই রদ করা হয়। আর তা হলো, আযানের সময়ের দোআ এবং যুদ্ধের সময় যখন উভয় দল একে অপরের মুখোমুখী হয় সেই সময়ের দোআ।' (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ নিকটের আসমানে অবতরণ করে বলেন, কে আছে এমন যে আমার নিকট দোআ করবে এবং তার দোয়া কবুল করবো। কে আছে এমন যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দেবো। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করবো।' (মুসলিম)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'রাতের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে, যে সময় কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোআ করলে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। প্রত্যেক রাতে এ সময় রয়েছে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কিছু সময় এমন রয়েছে, যে সময়ের দোআ কবুল হওয়ার আশা অন্যান্য সময়ের থেকে বেশী।

২। এ সময়গুলির মূল্য দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং এ সময়গুলিতে বেশী বেশী দোয়া করার প্রতি প্রেরণা দান করা হয়েছে।

৩। আর এ সময়গুলি হলো, সেজদার সময়, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়, রাতের শেষাংশ এবং যুদ্ধকালীন শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার

সময়।

১০। জামা'আত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আ-লাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফেকদের জন্য সব থেকে ভারী নামায হলো, এশা এবং ফজরের নামায। কিন্তু এই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে যদি তারা জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই উভয় নামাযে অবশ্যই শরীক হতো। আমার ইচ্ছা হয় যে, নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দিই। অতঃপর কাউকে ইমামতীর দায়িত্ব দিয়ে জ্বালানী কাঠ সহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে সেইসব লোকদের নিকট উপস্থিত হই, যারা নামাযে অংশ গ্রহণ করে নি এবং তাদের ঘর-বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে নিয়ে মসজিদে আসবে। কাজেই আমাকে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখন তিনি তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি আযান শুনতে পাও? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে আহ্বানে সাড়া দিতেই হবে।' (মুস-লিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি একজন মুসলমানরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তার কর্তব্য হলো, আহ্বানিত নামাযসমূহকে জামা'আত সহকারে আদায় করা।

কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়েতের তরীকা নির্ণয় করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঐ ব্যক্তির ন্যায় বাড়ীতে নামায পড়ো, যে জামা'আত ত্যাগ করে বাড়ীতে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা ত্যাগকারী বিবেচিত হবে। আর যখনই তোমরা নবীর তরীকাকে ত্যাগ করবে, তখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর পাক্কা মুনাফেক ব্যতীত কেউ জামা'আত ত্যাগ করে না। এমনও মানুষ দেখা গেছে, যাকে দুই ব্যক্তির সাহায্যে আনা হয়েছে এবং কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। পুরুষদের জন্য জামা'আত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব।
২। জামা'আত সহকারে নামায না পড়া মুনাফেকদের আলামত।

১১। জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের জামা'আত সহকারে নামায পড়ার নেকী তার বাড়ীতে ও দোকানে পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বেশী। আর এটা এই জন্য যে, সে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তখন প্রতিপদে তার মর্যাদার বৃদ্ধি এবং পাপ মোচন হয়। তারপর নামায সমাপ্তির পর যতক্ষণ সে মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা এইভাবে তার উপর রহমত বর্ষণের দোআ করতে থাকেন যে, হে আল্লাহ্! তার উপর রহমত বর্ষণ করো! আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে নামাযের মধ্যেই আছে বলে পরিগণিত হয়।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'যে গ্রামে বা শহরে তিন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নামায প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে বসে, তাই তোমরা জামা'আতকে আঁকড়ে ধরো। কারণ পালচ্যুত ছাগলকেই বাঘ খেয়ে ফেলে।' (আবুদাউদ)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, 'জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত একা পড়া থেকে ২৭ গুণ বেশী।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত বিরাট।
২। জামা'আত সহকারে নামায পড়া একা নামায পড়া থেকে উত্তম।
৩। জামা'আত সহকারে নামায আদায় না করা মানুষের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার হওয়ার উপকরণ।

১২। ধীরস্থিরতা ও শান্তভাবে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আ্যালাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন ধরিস্থির ও শান্তির সাথে মসজিদে আসবে। কোন তাড়াহুড়ো করবে না। যা পাবে পড়ে নেবে। আর যা ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নেবে।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে নামায রত অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ কোন কিছুর শব্দ শুনা গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি? উত্তরে সাহাবীরা বললেন, আমরা

নামাযের জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম। তখন তিনি বললেন, এরকম করবে না। ধীরস্থিরতার সাথে নামাযে আসবে। যা পাবে পড়ে নেবে। আর যা ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নেবে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ধীরস্থিরতা ও শান্তভাবে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
২। রুকূ' পাওয়ার জন্য হলেও তাড়াহুড়ো করা নিষেধ।

১৩। আগে-ভাগে নামাযে আসার ও তার জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের জামা'আত সহকারে নামায পড়ার নেকী তার বাড়ীতে ও দোকানে পড়ার থেকে ২৫ গুণ বেশী। কারণ সে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, তখন তার প্রতিপদে মর্যাদার বৃদ্ধি ও পাপ মোচন হয়। অতঃপর নামায শেষে যতক্ষণ সে মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর রহমত বর্ষণের দোআ করতে থাকেন। আর যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযেই আছে বলে বিবেচিত হয়।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত সম্পর্কে জানতো, অতঃপর লটারী ব্যতীত যদি উক্ত ফযীলত অর্জনের কোন উপায় না পেতো, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। আর তারা যদি যোহরের নামাযের ফযীলত জানতো, তবে প্রতিযোগিতামূলকভা-

বে তাতে অংশ গ্রহণ করতো। অনুরূপ তারা যদি এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত সম্পর্কে জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরীক হতো।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আগে-ভাগে নামাযে আসার বড় ফযীলত।

২। নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সাওয়াবও অনেক।

১৪। মসজিদ প্রবেশের নামায

আবু ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত নামায পড়ে নেয়।' (বুখারী-মুসলিম)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খুতবা চলাকালীন সুলাইক গাতফানী মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, হে সুলাইক! সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাক'আত নামায পড়ে নাও। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ইমামের খুতবা চলাকালীন আসবে, সে যেন দু'রাক'আত নামায পড়ে নেয়।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মসজিদে প্রবেশ করে বসতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য দু'রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব।

২। ইমামের খুতবা চলাকালীনও তা পড়া মুস্তাহাব।

১৫। প্রথম কাতারের ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যদি লোকেরা আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত সম্পর্কে জানতো, অতঃপর লটারী ব্যতীত যদি উক্ত ফজিলত হাসেলের উপায় না পেতো, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। অনুরূপ যোহরের নামাযের ফযীলত যদি জানতো, তাহলে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাতে শরীক হতো। আর এশা ও ফজর নামাযের মধ্যে কি আছে যদি তারা জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে অংশ গ্রহণ করতো।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবাদেরকে শেষের কাতারে দাঁড়াতে দেখে বললেন, আগে (প্রথম কাতারে) এসে আমার অনুসরণ করো। আর পরের কাতারের লোকেরা যেন তোমাদের অনুসরণ করে। যখন কোন জাতি সব সময় কাতারের দূরে থাকতে চেষ্টা করে, তখন আল্লাহও তাদেরকে দূর করে দেন।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তম কাতার হলো, প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো, শেষের কাতার। আর মহিলা-দের ক্ষেত্রে উত্তম কাতার হলো, শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো, প্রথম কাতর।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। নামাযে প্রথম কাতারের বিরাট তাৎপর্য।

২। পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো

শেষের কাতার।

৩। অব্যাহতভাবে প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

১৬। কাতার সোজা করা

জাবির বিন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কি ঐরূপ কাতার দিয়ে দাঁড়াবে না, যেরূপ ফেরেশতারা তাঁদের প্রভুর সামনে কাতার দিয়ে দাঁড়ান? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ফেরেশতারা কিভাবে তাঁদের প্রভুর সামনে কাতার দিয়ে দাঁড়ান? উত্তরে বললেন, তাঁরা প্রথম কাতার আগে পূরণ করেন এবং কাতার সোজা রাখেন।' (মুসলিম)

আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের কাঁধ স্পর্শ করতঃ বলতেন, 'লাইন সোজা করে নাও, বক্রভাবে দাঁড়াবে না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরকেও আল্লাহ্ বক্র বানিয়ে দেবেন। তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক এবং জ্ঞানী, তারা আমার পিছনে থাকবে। তারপর তাদের পরের লোক, তারপর তাদের পরের লোক।' (মুসলিম)

আনাস থেকে (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলতেন, 'কাতার সোজা করো। কারণ, নামাযের পূর্ণতা কাতার সোজা করার মধ্যেই বিবেচিত হয়।' (মুসলিম)

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এমনভাবে আমাদের কাতার সোজা করতেন যেন তিনি এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। আর সম্পূর্ণভাবে আমরা বুঝে গেছি বলে বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাগিদ করতে থাকতেন।

অতঃপর একদিন তকবীর বলে নামায আরাম্ভ করতে যাবেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির ছাতি কাতার থেকে কিছুটা বেড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আল্লাহর বান্দারা! কাতার সোজা করে নাও, অথবা আল্লাহ তোমাদের মুখমন্ডলের মধ্যে বিকৃতি সৃষ্টি করে দেবেন।' (মুস লিম)

আনাস থেকে (রাঃ) বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলতেন, 'লাইন সোজা করে নাও! কারণ, আমি তোমাদেরকে আমার পিঠপিছেও দেখে থাকি। আমরা একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কাতার সোজা করা ওয়াজিব। কারণ, এব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং কাতারে যাতে বক্রতা না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

২। কাতার সোজা না রাখা, মুসাল্লীদের অন্তরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম।

৩। কাতার সোজা রাখা নামায পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমও।

১৭। জামা'আত সহকারে ফজরের নামায আদায় করার ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'জামাআত সহকারে নামায আদায় করার নেকী তোমাদের মধ্যে যে একা পড়ে তার থেকে ২৫ গুণ বেশী। আর ফজরের নামাযে রাত ও দিনের

ফেরেশতা উপস্থিত হোন। অতঃপর আবু হুরায়রা বলেন, তোমাদের ইচ্ছা হয়তো, এই আয়াতটি পড়ো, 'ফজরের কুরআন পাঠে উপস্থিত থাকা হয়।' (অর্থাৎ,ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন) (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফেকদের জন্য সব থেকে ভারী নামায হলো, এশা এবং ফজরের নামায। কিন্তু তারা যদি এই উভয় নামাযের ফযীলত সম্পর্কে জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরীক হতো। আমার ইচ্ছা হয় নামায প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিই। অতঃপর কাউকে ইমামতীর দায়িত্ব দিয়ে জ্বালানীসহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই। যারা নামাযে উপস্থিত হয় না। অতঃপর আগুন দিয়ে তাদের সমেত তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিই।' (বুখারী-মুসলিম)

উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আত সহকারে এশার নামায আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত কিয়াম করলো, আর যে ফজরের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করলো, সে যেন সাড়া রাত এবাদত করলো।' (মুসলিম)

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করে, সে আল্লাহর দায়িত্বের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। অতএব আল্লাহ যেন তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিস চেয়ে না বসেন। কারণ, যার কাছ থেকেই তিনি তাঁর দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিস চেয়ে বসবেন, তাকে ধরে নেবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেবেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ফজরের নামাযের বড় ফযীলত তাতে ফেরেশতারা উপস্থিত হন।

২। ফজরের নামায মুনাফেকদের জন্য খুবই ভারী।

৩। যে ফজরের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করে, সে আল্লাহর দায়িত্বের মধ্যে শামিল থাকে।

১৮। আসরের নামাযের ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করো, বিশেষতঃ আসরের নামাযের। আর আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত দাস দন্ডায়মান থাকে।' (২ঃ ২৩৮)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'রাত ও দিনের ফেরেশতারা পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসেন এবং তাঁরা সকলেই ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হন। অতঃপর যাঁরা রাতে তোমাদের সাথে ছিলেন, তাঁরা আসমানে প্রত্যাগমন করেন। আর আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন-আর ব্যাপার হলো তিনি তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত- আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে? তখন তাঁরা বলেন, যখন তাদেরকে রেখে আসি, তখনও তারা নামাযরত ছিল। আর যখন তাদের নিকট পৌঁছেছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল।' (বুখারী-মুসলিম)

জারির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাত্রের চন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শুন, তোমরা যেভাবে এই চাঁদকে দেখছো, ঠিক এইভাবেই তোমাদের প্রভুকে

দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তাই যদি সম্ভব হয় যে, কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায থেকে উদাসীন করে রাখতে না পারে, তাহলে তাই করো। অতঃপর জারির এই আয়াতটি পাঠ করেন, (এবং তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে)।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (বুখারী-মুসলিম)

বুরায়দা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করলো, তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।'(বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আসর নামাযের বড় ফযীলত রয়েছে।

২। আসর নামাযের যত্ন নেওয়া জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার উপকরণ।

৩। আসর নামায ত্যাগকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১৯। রাতের কিয়াম(১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে।' (৩২ঃ ১৬) তিনি আরো বলেন, 'তাঁরা রাত্রিকালে খুব কম সময়ই শয়ন করে। আর তাঁরা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করে।' (৫১ঃ ১৭- ১৮)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'রমযান মাসের পর সব থেকে উত্তম

রোযা হচ্ছে আল্লাহর মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হলো রাতের নামায।' (মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে জাগিয়ে উভয়ে মিলে দু'রাক'আত নামায আদায় করে, তখন তাদের নাম আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।' (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের গর্দানে শয়নকালীন তিনটে গিরা বাঁধে। আর প্রত্যেক গিরা বাঁধার সময় বলে, তোমার জন্য রাত অতি লম্বা শুয়ে থাকো। অতঃপর যখন সে জেগে উঠে আল্লাহর নাম নেয়, তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন সে ওযু করে, আরো একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি নামায আদায় করে, তাহলে সমস্ত বাঁধন খুলে যায় এবং সে চাঙ্গা সুন্দর মন নিয়ে প্রভাতে উপনীত হয়, অন্যথায় অলস ও খবীস মন নিয়ে প্রভাত করে।' (বুখারী-মুসলিম)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'রাতের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সেই সময় যদি কোন মুসলিম আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এ সময়টা প্রত্যেক রাতেই থাকে।' (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাতে উঠে নামায পড়ার বিরাট ফযীলত রয়েছে।

২। এতে বক্ষ প্রশস্ত ও মন চাঙ্গা হয়।

২০। তারাবীর নামায(২)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রমযানে ও অন্য মাসে ১১ রাক'আতের বেশী নামায পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। তাঁর (নামায) দীর্ঘ হওয়া ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। (অর্থাৎ, এতো দীর্ঘ ও সুন্দরভাবে পড়তেন যা প্রশ্নের অতীত) পরে তিনি আরো চার রাক'আত আদায় করতেন। এরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও দীর্ঘ হওয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। এরপর তিনি তিন রাকআত নামায আদায় করতেন। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর আদায়ের পূর্বে ঘুমান? উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু আত্মা ঘুমায় না।' (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে বললেন, আল্লাহর নিকট সব থেকে পছন্দনীয় নামায হলো, দাউদ আলাইহি অসাল্লামের নামায এবং সব থেকে পছন্দনীয় রোযা হলো, দাউদ আলাইহি অসাল্লামের রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর এক দিন পর পর রোযা রাখতেন' (বুখারী)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে রাতের নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, 'রাতের নামায দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে আদায় করতে হবে। তবে যদি কেউ প্রভাত হওয়াকে ভয় করে, তাহলে সে এক রা'কআত

মিলিয়ে বেজোড় বানিয়ে নিবে।'(বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা থেকে (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন রাতে উঠতেন, তখন সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত নামায দ্বারা তাঁর নামায আরম্ভ করতেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাতের নামায দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে আদায় করতে হয়।

২। সুন্নাত অনুযায়ী সঠিক তারাবীর সংখ্যা হলো, ১১ রাক'আত।

৩। রাতের তৃতীয় প্রহরে উঠে এবাদত করার বড় ফজিলত।

৪। রাতের নামায প্রথম দু'রাক'আত হালকা নামায দ্বারা আরম্ভ করা মুস্তাহাব।

২১।নফল নামাযের বিধান

সাওয়ারীতে নামায

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাওয়ারীর উপর নামায পড়তেন, তাতে তার মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। আর তার পিঠে সাওয়ার রত অবস্থায় বিতরের নামাযও পড়তেন। তবে ফরয নামায সাওয়ারীর পিঠে পড়তেন না।' (বুখারী)

আমের বিন রাবিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাওয়ারীর উপর নামায পড়া অবস্থায় দেখেছি। আর তখন সাওয়ারীর মুখ এদিক সেদিক হতে ছিলো। তিনি ইশারায় নামায পড়ছিলেন। তবে ফরয নামায তিনি এইভাবে পড়তেন না।' (বুখারী-মুসলিম)

বসে নফল নামায পড়া জায়েয

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার ঘরে যোহরের পূর্বে পড়তেন চার রাক'আত। অতঃপর বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতেন এবং লোকদের নামায পড়াতেন। অতঃপর বাড়ীতে প্রবেশ করে দু'রাক'আত পড়তেন। আর তিনি লোকদের মাগরিবের নামায পড়িয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে দু'রাক'আত পড়তেন। তারপর লোকদেরকে এশার নামায পড়িয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করে দু'রাক'আত পড়তেন। আর তিনি রাতে বিতর সহ নয় রাক'আত পড়তেন। কখনো তিনি রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, আবার কখনো দীর্ঘক্ষণ বসে নামায পড়তেন। আর যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, তখন তিনি রুকূ' সাজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। আর যখন বসে নামায পড়তেন, তখন রুকূ' সাজদাও বসে করতেন। তিনি ফজর উদিত হওয়ার পর দু'রাক'আত পড়তেন।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'বসে নামায পড়ার নেকী দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাওয়ারী ইত্যাদিতে বসে নামায পড়া জায়েয। তাতে তার মুখ যেদিকেই হোক না কেন।

২। নফল নামায বসে পড়া জায়েয।

৩। বসে নামায আদায়কারীর নেকী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক।

২২।জুম'আর দিনের ফজিলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'পৃথিবীর সব থেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ দিন জুম'আর দিন। এই দিনেই আদম আলাইহি সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়। আবার এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে বের করা হয়।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে জুম'আর জন্য এসে নিঃশব্দে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনে, আল্লাহ তা'য়ালা দুই জুম'আর মধ্যবর্তী দিনগুলিসহ অধিক তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করলো, সে অনর্থক কাজ করলো।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম'আ থেকে দ্বিতীয় জুম'আ এবং এক রমযান থেকে দ্বিতীয় রমযান মধ্যবর্তী সমস্ত দিনগুলির গুনাহ মোচন করে দেয়, যদি কাবীরাহ গুনাহ ত্যাগ করে থাকে।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদিন জুম'আর দিনের উল্লেখ করে বললেন, এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সেই সময় যদি কোন মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। এবং হাত দ্বারা সেই সময়ের সংক্ষিপ্ততার দিকে ইশারাহ করলেন।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাপ্তাহিক দিনের শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুম'আর দিন।
২। জুমা'আর দিনের এত ফযীলত যে তা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম।
৩। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সেই সময় কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট দোআ করলে, আল্লাহ তার দোআ কবুল করেন।

২৩। আগে-ভাগে জুম'আর দিনে আসার ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেওয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমরা জান।' (৬২ঃ ৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে গোসল করে সর্ব প্রথম জুম'আর জন্য অগ্রসর হলো, সে যেন একটি উট কোরবানী করলো, দ্বিতীয়ক্ষণে যে গমন করলো, সে যেন একটি গাভী কোরবানী করলো, তৃতীয়ক্ষণে যে অগ্রসর হলো, সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কোরবানী করলো, চতুর্থক্ষণে যে গেল, সে যেন একটি মুরগী কোরবানী করলো, পঞ্চমক্ষণে যে গমন করলো, সে যেন (আল্লাহর পথে) একটি ডিম দান করলো। এরপর ইমাম যখন (খুৎবার জন্য) বের হন, ফেরেশতারা যিকির শুনার জন্য উপস্থিত হন।' (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, অবশ্যই জাতি যেন জুম'আ ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দেবেন। অতঃপর তারা গাফেল প্রকৃতি মানুষের অন্তর্ভুক্ত

হবে।' (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আযান শুনে জুম'আর জন্য যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। জুম'আর দিনে আগে-ভাগে যাওয়ার বড় ফজিলত।

৩। জুম'আ ত্যাগ করা থেকে সতর্ককরণ। কারণ, এটা অন্তরে মোহ-রাঙ্কনের উপকরণ।

২৪। জুম'আর সুন্নাত ও আদব

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তী দিনগুলিতে একটি জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকবে।' (হাকিম,বায়হাকী)

আব্দুল্লাহ বিন বুস্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনে, জুম'আর দিনে খুৎবা চলাকালীন এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় চিরে সামনে দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে বললেন, 'বসে যাও, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়েছো এবং আসতে বিলম্ব করেছো।' (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি যদি খুৎবা চলাকালীন তোমার পাশের সাথীকে বলো, চুপ করো, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে।' (বুখারী-মুসলিম)

আউস বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের দিনসমূহের উত্তম দিন হলো, জুম'আর দিন। অতএব এই দিনে খুব বেশী বেশী আমার উপর

দরূদ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছানো হয়। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, যখন আপনি জরাজীর্ণ হয়ে যাবেন, তখন আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার উপর পেশ করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা মাটির জন্য আম্বীয়াদের শরীর হারাম করে দিয়েছেন।' (আবু দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জুম'আর নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি যাওয়া মুস্তাহাব।
২। খুৎবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব।
৩। জুম'আর দিনে সূরা কাহাফের তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।
৪। জুম'আর দিন খুব বেশী বেশী নবীর উপর দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

২৫।ঈদের নামাযের বিধান

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে যেতেন না।'(বুখারী) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'তিনি বিজোড় খেজুর খেতেন।'

বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়ে কিছু খেতেন না।' (তিরমিজী)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, আবু বাকার ও উমার খুৎবার পূর্বে ঈদের নামায আদায় করতেন।' (বুখারী-মুসলিম)

জাবের বিন সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে উভয় ঈদের নামায একাধিকবার পড়েছি। তাতে কোন আযান ও ইকামত ছিল না।' (মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ অভিমুখে রওনা হয়ে সর্ব প্রথম যে কাজটি তিনি করতেন, সেটি হতো, নামায আদায় করা। নামায শেষে মানুষের দিকে সম্মুখ করে দাঁড়াতেন- এ অবস্থায় মানুষেরা তাদের কাতারের মধ্যেই থাকতো-এবং তাদেরকে নসিহত ও উপদেশ প্রদান করতেন।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১।মুসাল্লী ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে নামাযের জন্য বের হবে না, এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

২।পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন কিছু না খেয়ে যাওয়াই সুন্নাত।

৩। ঈদের নামাযের জন্য কোন আযান ও ইকামত নেই।

২৬। ঈদের নামায

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদের দিনে দু'রাক'আত নামায পড়েছেন। এর পূর্বে ও পরে কিছুই পড়েননি। (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তকবীর দিতেন।' (আবু দাউদ)

আবু ওয়াক্বিদ লায়সী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে

'সূরা ক্বাফ ও সূরা ক্বামার' পড়তেন।' (মুসলিম)

ঈদের খুৎবা

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায পড়ার পর খুৎবা দিতেন।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ঈদের নামায আদায় করা শরীয়তী বিধান।

২। ঈদের নামাযের সংখ্যা হলো, দু'রাক'আত। প্রথম রাকআতে হবে সাত তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তকবীর।

৩। ঈদের নামাযে সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা 'ক্বামার' তেলাওয়াত করা সুন্নাত।

৪। ঈদের খুৎবা নামাযের পরে হবে।

২৭।ঈদের নামায

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করতেন।' (বুখারী)

উম্মে আতিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন ক্রীতদাসী, হায়েযজনিতা মহিলা ও সাবালিকা মেয়েদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যায়। ঋতুজনিতা মহিলারা নামায থেকে পৃথক থেকে কল্যাণ ও মুসলমানদের দোআতে শরীক হবে। উম্মে আতিয়াহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যাদের চাদর নেই, তারা কি করবে? উত্তরে বললেন, 'তার কোন বোন তার চাদর তাকে দেবে।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তায় যাওয়া এবং বিপরীত রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করা মুস্তাহাব।

২। পর্দা বজায় রেখে ঈদের নামাযে মহিলাদের বের হওয়া মুস্তাহাব।

২৮। কোরবানী

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'কোরবানী পশুর গোশত খোদার নিকট পৌঁছেনা, রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌঁছে।' (২২ঃ৩৭)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শিং বিশিষ্ট দু'টি মোটা-তাজা দুম্বা কোরবানী দিয়ে ছিলেন। তাদের ললাটে পা রেখে তকবীর পাঠ করতঃ নিজ হাতে তা জবাই করেছিলেন।' (মুসলিম)

আবু বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, সে নামাযের পূর্বেই কোরবানী করলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'এটা কেবল গোশ্‌ত খাওয়ারই ছাগল।সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট দুই বছর ছাগলের একটি বাচ্চা রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ওটাই কোরবানী করো তবে ওটা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয হবে না। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কোরবানী করে, সে তার নিজের জন্য তা করে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে কোরবানী করে, তারই কোরবানী পূর্ণ হয় এবং মুসলমানদের সঠিক তরীকা অনুযায়ী তার কোরবানী হয়।' (মুসলিম)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা দাঁতালো পশুই জবাই করো। তবে যদি

দাঁতালো না পাও, তাহলে দুই বছরের ভেড়ার বাচ্চা জবাই করো।' (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোরবানী করা ধর্মীয় বিধান।

২। কোরবানীর পশু নিজ হাতে জবাই করা মুস্তাহাব।

৩। কোরবানী নামাযের পরেই করতে হবে।

২৯। সূর্য গ্রহণের নামায

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বসে আছি। এমতাবস্থায় সূর্যে গ্রহণ লাগলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় চাদর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে মসজিদে প্রবেশ করেন, আমরাও প্রবেশ করি। অতঃপর সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পড়ান। অতঃপর বলেন, অবশ্যই সূর্যে ও চন্দ্রে কারো মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন তোমাদের উপর আপতিত এ অবস্থা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে এবং দোআ করতে থাকবে। (বুখারী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে সূর্যে গ্রহণ লাগলে, তিনি লোকদের নামায পড়ান। প্রথমে খুব লম্বা কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। অতঃপর খুব লম্বা কিয়াম করেন। তবে সেটা প্রথম কিয়ামের থেকে কিছু কম। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। তবে তা প্রথম রুকূ' থেকে কিছু হালকা। তারপর খুব লম্বা সেজদা করেন। অতঃপর প্রথম রাকআতে কৃত সবকিছু দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করেন। অতঃপর নামায শেষ

করেন। আর তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছিল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ পরিবেশন করেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করতঃ বলেন, নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের এমন দু'টি নিদর্শন, যা কারো জীবন ও মরণের কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, তাঁর বড়ত্ব বয়ান করবে এবং নামায পড়বে ও সাদকা করবে। হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! আমি যা জানি, তোমরাও যদি তা জানতে, তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী।' (বুখারী)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে সূর্যে গ্রহণ লাগতো, তখন এই ঘোষণা দেওয়া হতো যে, 'নামায প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। চন্দ্রে ও সূর্যে গ্রহণ লাগলে, তার জন্য নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

২। তার জন্য 'আসসালাতো জামেউন' বলে ঘোষণা দিতে হবে।

৩। তাতে হবে সুদীর্ঘ দু'টি রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে দু'টি করে রুকু'হবে।

৪। নামায শেষে লোকদেরকে ইমামের নসিহত করা মুস্তাহাব।

৩০। বৃষ্টি কামনা করা

জুমআর খুৎবায় বৃষ্টি কামনা করা

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুম'আর দিন

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, মিম্বারের সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জীব-জন্তু বিনাশ হয়ে গেল, রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, অতএব আল্লাহর নিকট দোআ করুন যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ বলতে লাগলেন,

اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا

আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আকাশে মেঘ-বাদল বলতে কোন কিছুই ছিল না। আর আমাদের ও সিলআর মধ্যে কোন বাড়ি-ঘর ছিল না। হঠাৎ সিলআ স্থানের পিছন থেকে ঢালাকার মেঘের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর মধ্যাকাশে গিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর বৃষ্টি হতে অরম্ভ হয়। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! ছয় দিন পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখতে পাইনি। অতঃপর দ্বিতীয় জুম'আয় খুৎবা চলাকালীন উক্ত দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল, রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতএব আল্লাহর নিকট দোআ করুন যেন তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেদেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের থেকে এবার বৃষ্টি সরিয়ে নাও। আমাদের উপর আর বৃষ্টি বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! টিলায়, ঝোপে-ঝাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে, উপত্যকায় ও বৃক্ষস্থলে বৃষ্টি বর্ষণ করো। আনাস বলেন, এরপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে রোদ্রের মধ্যে চলতে লাগি।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসের নির্দেশনাবলী

১। হাদীসটির মধ্যে রাসূলের নবূওয়াতী নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

২। খুৎবা চলাকালীন বৃষ্টি কামনা করা শরীয়ত সম্মত।

৩। অতিবৃষ্টিতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা বন্ধের জন্য আল্লাহর নিকট দরখাস্ত পেশ করা বৈধ।

৩১।ইস্তিসক্বার নামায

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাকে ইস্তিসক্বার নামায পড়তে দেখেছি। তিনি ক্বেবলা মুখি হয়ে চাদর পরিবর্তন করেন। অতঃপর উচ্চ স্বরে তেলাওয়াত করতঃ দু'রাকআত নামায আদায় করেন।' (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আল্লাহর রাসূলের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি ঈদের মাঠে মিম্বার রাখতে নির্দেশ দেন এবং লোকদের সাথে একদিন সেখানে যাওয়ার ওয়াদা করেন। আয়েশা বলেন, সূর্য খুব উঠে গেলে তিনি বের হন। অতঃপর মিম্বারে বসে তকবীর পাঠ করেন ও আল্লাহর প্রশংসা করেন।তারপর বলেন,

((الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اللهم أنت الله لآإله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا الي حين))

অতঃপর স্বীয় হস্তদ্বয় এতটা উত্তোলন করেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা

প্রকাশিত হয়ে যায়। তারপর মানুষের দিকে পিঠ করে হস্তদ্বয় উঠাব-স্থাতেই চাদর পরিবর্তন করেন। অতঃপর মানুষের দিকে সম্মুখ করে মিম্বার থেকে অবতরণ করেন ও দু'রাকআত নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তেঘমালা সৃষ্টি করে দেন যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে খুব গর্জন চমক সহকারে বৃষ্টি বর্ষণ করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মসজিদে পৌঁছার আগেই সর্বত্র পানির স্রোত আরম্ভ হয়ে যায়। লোকেরা তাড়াতাড়ি বৃষ্টি থেকে বাঁচার আশ্রয় খুঁজতে লাগে যা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এমনভাবে হেসে পড়েন যে, তাঁর মাড়ীর শেষের দাঁত প্রকাশিত হয়ে পরে। তারপর তিনি বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর শক্তিশালী এবং আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল।' (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন পানি কামনার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বের হন। তারপর বিনা আযান ও ইক্বামতে আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পাড়ান। নামায শেষে আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ ক্বেবলার দিকে সম্মুখ করে চাদর পরিবর্তন করেন। ডান দিকের অংশ বাম দিকে রাখেন। আর বাম দিকের অংশ ডান দিকে রাখেন।' (ইবনে মাজাহ)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উস্ক-খুস্ক, নম্র ও অতি বিনয় সহকারে (বৃষ্টি কামনার জন্য) বাড়ী থেকে বের হতেন।' (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। খুৎবা সহ দু'রাকআত ইস্তিসক্বার নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

২। ইস্তিসকার নামাযের পর চাদর পরিবর্তন করা মুস্তাহাব।
৩। নামাযের আগে ও পরে খুৎবা দেওয়া জায়েয।
৪। আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা সহকারে বের হওয়া ভাল।

৩২।বৃষ্টি সম্পর্কীয় কতিপয় বিধান

১। অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হলো বলা হারাম

যায়েদ বিন খালিদ জোহনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়্যার রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামায পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সকলের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন, 'তোমরা জান কি তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন? সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশী জানেন। বললেন, 'তিনি বললেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু মুমিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হলো, সে তো আমার প্রতি মুমিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হলো, সে তো আমার প্রতি কাফের এবং নক্ষত্রের প্রতি মুমেন।' (বুখারী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন, তখন বলতেন, ((اللهم صيبا نافعا)) হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। (বুখারী)

২। বৃষ্টি কখন হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অদৃশ্যের চাবী পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কেউ জানে না কাল কি হবে। মায়ের পেটে কি সন্তান তাও কেউ জানে

না। কাল কে কি করবে তাও কেউ জানে না। কোন প্রাণী জানে না যে, তাকে কোথায় মৃত্যু বরণ করতে হবে। আর কেউ জানে না বৃষ্টি কখন হবে।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হলো বলা হারাম। বলতে হবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় বৃষ্টি হলো।

২। বৃষ্টি হতে দেখে (صيبا نا فعا) বলা মুস্তাহাব।

৩। বৃষ্টি হওয়া অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয় যা নিখুঁত ও নির্দিষ্টভাবে শুধু আল্লাহই জানেন।

৩৩। ইসতিখারার (কল্যাণ কামনার) নামায

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে ইসতিখারা (কল্যাণ কামনার) দোআ শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দু'রাকআত নফল নামায পড়ে। অতঃপর এই দোআ পাঠ করে,

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري و آجله فاقدره لي ويسّره لي، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي

الخير حيث كان ثم رضّني به.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের অসীলায় তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের অসীলায় তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি। এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি শক্তিশালী, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ। তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। হে আল্লাহ্! এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবেক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করো এবং উহাকে আমার জন্য সহজলব্ধ করে দাও। তারপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোকের ও পরলোকের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি তা আমর নিকট হতে দূরে সরিয়ে রাখো। আর যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, শেষে কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসটির নির্দেশনাবলী

১। যখন কোন মুসলিম এমন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা করবে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে জানে না, তখন ইসতিখারার নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

২। প্রত্যেক বিষয়েই এ নামায পড়া যায়। আর কাজের পরিকল্পনার আগেই তা পড়তে হয়।

৩৪। ইয়াতীমদের দেখা-শুনা ও তাদের প্রতি সদয় হওয়ার ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'অতএব ইয়াতীমদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা গ্রহণ করবে না।' (৯৩ঃ৯) তিনি আরো বলেন, 'এবং আল্লাহর ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার খাওয়ায়। (৭৬ঃ ৮)

সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমদের দেখা-শুনার দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এতটা নিকটে থাকবো। তারপর স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করেন। আর উভয় আঙ্গুলকে ফাঁক করেন।' (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের, অথবা অপরের ইয়াতীমের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে এবং আমি জান্নাতে এতটা ব্যবধানে থাকবো। বর্ণনাকারী তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ইয়াতীমের দেখা-শুনা করার অতি ফযীলত বিধায় তার প্রতি সকলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

২। এটা জান্নাতে প্রবেশ ও মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ।

৩। ইয়াতীম কোন নিকট আত্মীয় হলেও এ মর্যাদা পাওয়া যাবে।

৩৫। ইয়াতীমের মাল ভক্ষণের পরিণতি কঠিন

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায় ভাবে হরণ করে, তারা মূলতঃ আগুন দ্বারায় নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিশ্চয় জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।' (৪ঃ ১০)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু থেকে বাঁচো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি জিনিস কি কি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে শির্ক করা, আল্লাহর হারামকৃত কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল হরণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালয়ন করা এবং পবিত্রা ও চরিত্রসম্পন্না সাধাসিধা মুমিন স্ত্রীলোকের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করা।' (বুখারী-মুসলিম)

খুয়াইলাদ বিন উমার খুজায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল শ্রেণীর অধিকারের অত্যধিক মূল্য দিয়ে থাকি। ইয়াতীমের এবং নারীর।' (নাসায়ী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল হরণ করার প্রতি বড় ভয়-ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে।

২। ইয়াতীমের মাল খাওয়া বা হরণ করা ধ্বংসকারী মহাপাপ।

৩৬। মানুষ তারই সাথে থাকবে যাকে সে ভালবাসে

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী আল্লাহর রাসূলকে

জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন কায়েম হবে? তিনি উত্তরে বললেন, 'কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছো? সে বলল, (কিয়ামতের জন্য) আমার প্রস্তুতি হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ভালবাসা। তিনি বললেন, 'মানুষ তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, যে কোন জাতিকে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি? তিনি উত্তরে বললেন, 'মানুষ তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, ' আত্মাসমূহ প্রস্তুতকৃত সৈন্যের ন্যায়, সুতরাং যখন তারা আপসে পরিচিত হয়, তখন তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর যখন আপসে পরিচিত হয় না, তখন মতভেদ সৃষ্টি হয়'। (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সৎলোকদের সাথে ভালবাসা রাখার এত ফযীলত যে, এটা তাদের সাথে জান্নাতে থাকার উপকরণ, যদিও আমল কম হয়।

২। কাফের ও ফাসেক প্রকৃতির লোকদের সাথে ভালবাসা রাখা বড় বিপজ্জনক।

৩। যে ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালবাসবে, সে কিয়ামতের দিন তাদের সাথেই থাকবে।

৩৭ ছবি তুলার বিধান

আবু তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সেই বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়ীতে কুকুর ও কোন কিছুর ছবি থাকে।' (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'যারা ছবি তুলে বা আঁকে তারা কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ভোগ করবে।' (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি ছবিযুক্ত চাদর ক্রয় করেন। যখন রাসূল তা দেখেন, তখন বাড়ীতে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে যান। আয়েশা রাসূলের মুখমন্ডলে অপছন্দের ভাব বুঝতে পেরে বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। কি অপরাধ করে ফেলেছি? তিনি বললেন, 'এ চাদর কোথায় পেলে? আয়েশা বললেন, ওটা আমি কিনেছি যাতে আপনি বসেন ও বালিশ করেন। তিনি বললেন, 'এই ছবি অঙ্কনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে আর বলা হবে, যা কিছু তোমরা এঁকেছো তাদের জীবন দাও। আর বললেন, যে বাড়ীতে কোন কিছুর ছবি থাকে সে বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।' (বুখারী- মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ছবি তুলা হারাম ও তা মহাপাপ।

২। যে বাড়ীতে কোন কিছুর ছবি থাকে, সে বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

৩।যারা ছবি তুলে তারা কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ভোগ করবে।

৩৮।স্বপ্নের ফযীলত ও মিথ্যা স্বপ্ন গড়ার প্রতি ভয় প্রদর্শন

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'নবুও-য়াতের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না সুসংবাদসমূহ ব্যতীত। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, সুসংবাদ কি? তিনি বললেন, 'সত্য বা ভাল স্বপ্ন।' (বাখারী)

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'সত্য বা ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অবাঞ্ছনীয় কোন কিছু দেখে, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে তিনবার (হালকা) করে থু-থু মেরে নেয় এবং আল্লাহর নিকট তার অপকারিতা থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (বুখারী)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার দাবী করে, যা প্রকৃতপক্ষে সে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতে) দু'টি যবের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে। অথচ সে তা কখনই করতে পারবে না।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ভাল স্বপ্নের মর্যাদা দেওয়া দরকার, কারণ তা সুসংবাদ তথা নবুওয়াতের একটি অংশ।

২। ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ

থেকে দেখানো হয়।
৩। মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলার শাস্তি কঠিন।

৩৯। স্বপ্নের আদব

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'সত্য বা ভাল স্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে দেখানো হয়। আর খারাপ ও মিথ্যা স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখে, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে তিনবার থু-থু করে নেয় এবং আল্লাহর নিকট তার (খারাপ স্বপ্নের) অপকারিতা থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়, তাহলে তা (খারাপ স্বপ্ন) তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' (বুখারী-মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'আর সে যেন যে কাতে শুয়ে আছে, সে কাত পরিবর্তন করে নেয়।'

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে ভালবাসে, তাহলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং তার এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করা দরকার। কিন্তু যদি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে, তাহলে সেটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব এক্ষেত্রে তার উচিত হলো, আল্লাহর নিকট তার অপকারিতা থেকে আশ্রয় কামনা করা এবং সে স্বপ্ন কাউকে বর্ণনা না করা, তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না।' (বুখারী)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খুৎবায় বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

'তোমাদের মধ্যে কেউ যেন শয়তান কর্তৃক আজে-বাজে স্বপ্নের বর্ণনা না করে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলমানের উচিত হলো, স্বপ্নে অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে, বাঁ দিকে তিনবার থু-থু মারা এবং খারাপ স্বপ্ন ও শয়তানের অপকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে অন্য দিকে পাশ ফিরে শোয়া।

২। কোন মুসলমান অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখলে সে সম্পর্কে কাউকে বলবে না। কেননা, সে জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩। মুসলমানের উচিত হলো, আজে-বাজে স্বপ্ন কাউকে বর্ণনা না করা। কারণ, এগুলি তার সাথে শয়তানের খেলা করা মাত্র।

৪০। দাওয়াত কবুল করা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমানদের পারস্পরিক পাঁচটি অধিকার রয়েছে। আর তা হলো, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির উত্তর দেওয়া।' (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,'যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন সে যেন তাতে অংশ গ্রহণ করে।' (মুসলিম)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হলে আহার করবে

অন্যথায় বর্জন করবে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অলীমার দাওয়াত কবুল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। দাওয়াত কবুল করা মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩। দাওয়াত গ্রহণ করলেই যে আহার করতে হবে, তা জরুরী নয়।

৪১। অনুমতি চাওয়ার আদব

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না করবে।' (২৪ঃ২৭) তিনি আরো বলেন, 'আর তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্বতা পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে যেমনভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে।' (২৪ঃ ৫৯)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার বাপের ঋণের সমস্যা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এসে দরজায় টুকা দিলে তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন, 'আমি! আমি! তিনি যেন এটা (নাম না নিয়ে আমি বলাটা) অপছন্দ করলেন।' (বুখারী-মুসলিম)

সাহল বিন সা'আদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অনুমতি নেওয়ার বিধান চোখের সংরক্ষণের জন্যই আরোপিত হয়েছে।' (বুখারী-মুসলিম)

কালাদাহ বিন হাম্বাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বিনা সালামে প্রবেশ করলে, তিনি বললেন, 'ফিরে যাও তারপর সালাম দিয়ে প্রবেশ করো।' (আবু দাউদ-তিরমিজী)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ তিনবার অনুমতি নেওয়ার পর যদি অনুমতি না পায়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। নিয়ম হলো, অনুমতি গ্রহণকারীকে যদি বলা হয়, তুমি কে? তাহলে আমি না বলে সে যেন তার নাম উল্লেখ করে।

৩। তিনবার অনুমতি চাইবে। যদি অনুমতি পায়, তাহলে প্রবেশ করবে। অন্যথায় ফিরে যাবে।

৪২।মুসলমানদের মাঝে শয়তান কর্তৃক সৃষ্টি ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর হে মুহাম্মাদ, আমার বান্দাদের বলো যে, তারা যেন মুখ থেকে সেইসব কথাই বের করে, যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে।' (১৭:৫৩)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের কাছ থেকে শয়তান আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপা-

রে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের মাঝে ঝাগড়া-বিবাদ,মনোমালিন্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে, সে নিরাশ নয়।'(মুসলিম)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'ইবলিসের আরশ সমুদ্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সে সেখান থেকে তার দল-বলকে প্রেরিত করে। যারা মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করে। আর যে যত বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে, সে তত বড় পরিগণিত হয়।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে শয়তানের মধ্যে থেকে একজন সঙ্গী নিযুক্ত আছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও? তিনি বললেন, 'আমার সাথেও। তবে তার ব্যাপারে আল্লাহ আমার সহযোগিতা করেছেন। তাই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং সে আমাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ দেয় না।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুমিনদের সাথে ইবলীসের শত্রুতার প্রতি তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

২। মানুষের উপর নিপতিত ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব এবং সে ফিতনার আগুন নিবারণের চেষ্টা করাও আবশ্যক। কারণ এসব শয়তানের কার্য-কলাপ।

৪৩। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, বন্ধনসমূহ পুরোপুরি

মেনে চলো।' (৫ঃ ১) তিনি আরো বলেন, 'ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে যে তোমাদের জওয়াবদিহি করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।' (১৭ঃ ৩৪)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে পাক্কা মুনাফেক বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করলে তার মধ্যে মুনাফেকের একটি স্বভাব আছে বলে বিবেচিত হবে। (আর তা হলো) আমানত রাখা হলে, তার খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা।' (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি ঝান্ডা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের গাদ্দারী।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম তা থেকে ভয় দেখানো হয়েছে।

২। অঙ্গীকার ভঙ্গ মুনাফেকী অভ্যাস।

৩। ওয়াদা ভঙ্গ করা অতীব জঘন্য জিনিস বিধায় কিয়ামতের দিন অঙ্গিকার ভঙ্গকারীর প্রচার করা হবে।

৪৪।ধোঁকা দেওয়া থেকে সতর্ক থাকা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হলো। তিনি

বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে এগুলি উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখে-শুনে ক্রয় করতো। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে,সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের জামায়াতভুক্ত নয়। আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সেও আমাদের জামায়াতভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

তামীম বিন আউস দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো সৎপরামর্শ দান করা। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল কাদের জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল সাধারণ মুসলমানদের জন্য।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া হারাম ও তা মহাপাপ।

২। মুসলমানদেরকে সৎপরামর্শ দেওয়া ও তাদের মঙ্গল কামনা করা ওয়াজিব।

৪৫। ক্রোধ নিষেধ। ক্রোধের সময় কি বলবে?

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বললো, আমাকে উপদেশ দেন। তিনি বললেন, 'রাগ করো না। সে কয়েকবার একই প্রশ্ন করলো, আর তিনি উত্তরে বললেন, 'রাগ করো না।' (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, '(কাউকে) পরাভূত করাই আসল বা প্রকৃত শক্তি নয়। প্রকৃত শক্তি হলো, ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রাগান্বিত হয় আর সে যদি তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে যেন বসে যায়। বসে যাওয়ার পরও যদি ক্রোধ দূরীভূত না হয়, তাহলে সে যেন শুয়ে যায়।' (বুখারী, মুসলিম) সুলাইমান বিন সুরদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের নিকট গালাগালি করে। তখন আমরাও তাঁর নিকট বসে ছিলাম। একজন তার সাথীকে এত রাগান্বিত হয়ে গালি দেয় যে, রাগে তার চোখ লাল হয়ে যায়। তিনি বললেন, 'আমি এমন একটিবাক্য জানি, যা পড়লে ক্রোধ দূরীভূত হয়ে যায়। আর তা হলো,

((أعوذبالله من الشيطان الرجيم))

(আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি) (বুখারী- মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ক্রোধ বর্জনের উপদেশ প্রদান করেছেন এবং ক্রোধের সময় যে নিজেকে সংবরণ করে তার প্রশংসা করেছেন।

২। দাঁড়ানোর অবস্থায় কেউ রাগান্বিত হলে তাকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে রাগ দূরীভূত না হলে শোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩। ক্রোধের সময় বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দিয়েছেন।

৪৬। কবরের যিয়ারত

বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কবরের যিয়ারত করতে নিষেধ করে-ছিলাম। এখন তোমরা কবরের যিয়ারত করো।' (মুসলিম) ইমাম তিরমিজী এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, 'কবর যিয়ারত আখেরাতের স্মরণ দেয়।'

উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তাঁরা কবর যিয়ারতে গেলে, এই দোআটি যেন পাঠ করে,

(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.)

(অর্থাৎ, হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ, তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। এবং আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য ও আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম)

আবু মারসাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো না এবং কবরে বসো না।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসে যা তার কাপড়কে জ্বালিয়ে চামড়াও স্পর্শ করে, এটা তার জন্য কবরে বসার চেয়ে উত্তম।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরের যিয়ারত করা মুস্তাহাব তাতে আখেরাতের স্মরণ হয়।

২। কবরগাহে প্রবেশ করার সময় ঠিক ঐ ভাবেই সালাম করা মুস্তাহাব, যেভাবে রাসূল থেকে প্রমাণিত।

৩। কবরে নামায পড়া হারাম। কারণ এটা কবরের এবাদতের মাধ্যম।

৪। কবরে বসাও হারাম।

৪৭। মদপান হারাম

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'হে ঈমানদার লোকেরা! শারাব (মদ) জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য। তোমরা তা পরিহার করো।' (৫ঃ ৯০)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিসই 'খাম্‌র' মদ বলে পরিগণিত। এবং নেশা জাতীয় সমস্ত জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শারাব পান করে বিনা তাওবাতে মারা যাবে, সে আখেরাতের শারাব থেকে বঞ্চিত থাকবে।' (মুসলিম)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মাদকজাতীয় জিনিসই হারাম। যারা শারাব পান করে, তাদের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার হলো, তাদেরকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন, 'জাহান্নামীদের ঘাম অথবা তাদের (শরীর থেকে গলিত) পুঁজ।' (মুসলিম)

তারিক বিন সোয়াইয়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শারাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাকে

নিষেধ করেন। সে বললো, এটা আমি ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করি। তিনি বললেন, 'ওটা ঔষধ নয় বরং ব্যাধি।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শারাব পান করে, আল্লাহ তা'য়ালা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গ্রহণ করেন না। অতঃপর সে তাওবা করলে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। পুনরায় সে পান করলে, আল্লাহ্ তার নামায চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করেন না। আবার সে তাওবা করলে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। পুনরায় যদি সে পান করে, ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। আবার সে যদি তাওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। চতুর্থবার সে যদি পান করে, ৪০দিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তার নামায কবুল করবেন না। অতঃপর সে তাওবা করলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন না এবং তাকে জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ পান করাবেন।' (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। শারাব পান করা হারাম।
২। শারাব পানকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।
৩। শারাব ঔষধ নয় বরং ব্যাধি।

৪৮। ঝগড়াঝাঁটি থেকে সতর্ক করণ

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ঝগড়াটে লোক ব্যতীত কোন জাতি হেদায়েতের পর বিপথগামী হয়নি। অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করেন

যার অর্থ, 'এই দৃষ্টান্ত তারা তোমার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পেশ করে থাকে।' (তিরমিজী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কঠিন ঝগড়াটে লোক হলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।'(বুখারী-মুসলিম)

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের অভ্যন্তরে একটি ঘরের দায়িত্ব নিচ্ছি, যে ঝগড়াঝাঁটি থেকে বিরত থাকে, যদিও সে প্রকৃত পক্ষে হকের উপরে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি মিথ্যা ত্যাগ করবে, যদিও তা মস্করা মনে করে সে বলে। এবং সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উচ্চস্তরে একটি ঘরের দায়িত্ব নিচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।' (আবু দাউদ)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সব চেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতে সব চেয়ে আমার নিকটে থাকবে, যার চরিত্র সবার চাইতে উত্তম হবে। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সব চাইতে বেশী ঘৃণিত এবং কিয়ামতে আমার থেকে অনেক দূরে থাকবে, যে খুব বেশী কথা বলে, আর যে স্বীয় বাক্যের দ্বারা সর্বের উর্ধ্বে থাকতে চায় এবং যারা অহংকারী।' (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ঝগড়াঝাঁটি ত্যাগ করার প্রতি সকলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে কোন ঝগড়া সৎউদ্দেশ্য ও সুন্দর পন্থায় হলে দোষ নেই।

২। ঝগড়ার মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করার প্রতি ভয় দেখানো হয়েছে।

৩। ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপক রূপ ধারণ করা বিপথগামী হওয়ার নিদর্শন।
৪। অযথা বেশী বাক্যালাপকারী ও স্বীয় বাক্যের দ্বারা মানুষের উপর প্রাধান্য লাভকারীদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তারা কিয়ামতের দিন তাঁর থেকে অনেক দূরে থাকবে।

৪৯।গাছ রোপণ ও বীজ বপনের ফযীলত

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উম্মে মুবাশ্বেরের খেজুর বাগানে প্রবেশ করে বললেন, 'এ বাগান কোন মুসলমানের লাগানো, না কোন কাফেরের? উম্মে মুবাশ্বের বললো, মুসলমানের। তিনি বললেন, 'কোন মুসলমানের লাগানো গাছ থেকে ও আবাদ করা ক্ষেত থেকে কোন মানুষ বা জীব-জন্তু বা অন্য কোন কিছু ভক্ষণ করলে, তা লাগানেওয়ালা ও আবাদকারীর জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়।' (মুসলিম)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলিম কোন গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হোক, সেটা তার জন্য সাদক্বা হবে। আর তা থেকে কোন কিছু চুরি হলে, চতুষ্পদ কোন জন্তু ও পশু-পাখি তা থেকে খেলে এবং কেউ কোন ক্ষতি করলে, সেটাও তার জন্য সাদক্বা হবে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গাছ রোপণ ও বীজ বপনের বড় ফযীলত।
২। গাছ ও ক্ষেত থেকে মানুষ ও পশুরা খেলে, তা গাছওয়ালা ও ক্ষেত-ওয়ালার জন্য সাক্বায় পরিণত হয়।

৫০।ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হলো। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বললো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, 'তাহলে এগুলি উপরে রাখ নি কেন? লোকে দেখে-শুনে ক্রয় করতো। যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

হাকীম বিন হেযাম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্রেতার ও বিক্রেতার ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকার থাকে, যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে বিচ্ছেদ হয়। যদি তারা সত্য বলে এবং স্পষ্টভাবে সবকিছু বলে দেয়, তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে ও সত্যকে গোপন করে, তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত লোপ পেয়ে যায়।' (মুসলিম)

ব্যবসায় কসম নিষেধ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, কসম পণ্য দ্রব্য অধিক বিক্রয় করে, কিন্তু বরকত বিনষ্ট করে।' (মুসলিম)

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাকো, কারণ তা পণ্য দ্রব্য অধিক চলতি করে, অতঃপর (তার বরকত) ধ্বংস করে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কেনাবেচায় ধোঁকা দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, তা মহাপাপের আওতায় পড়ে।

২। ক্রেতার ও বিক্রেতার পণ্য দ্রব্য নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে একে অপর থেকে বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অধিকার থাকে।
৩। ব্যবসায় কসম খাওয়া নিষেধ। কারণ, তাতে ব্যবসার বরকত লোপ পায়।

৫১।বেশী হাসা নিষেধ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অধিক হেসো না। কারণ, অধিক হাসা অন্তরকে মৃত করে দেয়।' (আহমদ)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কোন দিন এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিব দেখা গেছে। তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। (বুখারী)

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়। তোমার ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা তোমার জন্য সাদক্বা হয়। কোন বিপথগামী মানুষকে তোমার সুপথ দেখানোও তোমার জন্য সাদক্বা। কোন দুর্বল দৃষ্টির মানুষকে তোমার পথ দেখানো তোমার জন্য সাদক্বা। পথ থেকে পাথর-কাঁটা ও হাড় ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়াও তোমার জন্য সাদক্বা।' (তির-মিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অধিক হাসতে নিষেধ করা হয়েছে।
২। অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যুর কারণ।

৩। বেশী হাসা নবীর আদর্শ নয়।

৫২। মিথ্যা কসমের কঠিন পরিণতি

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের অনধিকার মালের উপর মিথ্যা হলফ করে তা আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত পাঠ করেন, 'যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (৩ঃ ৭৭) (বুখারী-মুসলিম)

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার আত্ম-সাৎ করে, আল্লাহ তার জন্য দোযখ ওয়াজিব করবেন এবং জান্নাত হারাম করবেন। এক ব্যক্তি এ কথা শুনে বললো। হে আল্লাহর রাসূল! যদিও বা স্বল্প কিছু হয় তাও? বললেন, 'যদিও বা আরাকের একটি ডালও হয়।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কাবীরাহ গুনাহ হলো, আল্লাহর সহিত শির্ক করা, মা-বাপের নাফারমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।' (বুখারী)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, এক মরুবাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-

হি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কাবীরাহ গুনাহ কি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সহিত শির্ক করা। সে বললো, অতঃপর কি? তিনি বললেন, 'মিথ্যা কসম খাওয়া। বললো, মিথ্যা কসম কি? বললেন, 'যা পরের মাল আত্মসাৎ করে।'

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিথ্যা কসম দ্বারা কোন মুসলিমের মাল আত্মসাৎ কঠিন হারাম জিনিস।

২। মিথ্যা হলফ দ্বারা পরের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি কঠিন। তার মিথ্যা কসমই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

৩। মিথ্যা কথা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

৫৩। মিথ্যা সাক্ষ্য হারাম

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'মিথ্যা-বার্তা পরিহার করো।' (২২ঃ ৩০) তিনি আরো বলেন, 'এমন কোন জিনিসের পিছনে লেগো না, যে বিষয়ের কোন জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চয় জেনো, তোমার চক্ষু, কান ও দীল সবকিছুর জন্যই জওয়াবদীহি করতে হবে।' (১৭ঃ ৩৬)

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদেরকে কি মহাপাপের কথা বলে দেব না? সাহাবাগণ বললেন,অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, 'আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, শোন, আর মিথ্যা সাক্ষ্য। অতঃপর শেষোক্তর এই কথাটি বার বার বলতে লাগলেন। এমনকি সেই বলাতে সাহাবীগণ বললেন, যদি তিনি চুপ হতেন।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিথ্যা সাক্ষ্যর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২। মিথ্যা সাক্ষ্য মহাপাপের আওতায় পরে। কারণ, তা মিথ্যা ও তার দ্বারা মুসলমানদের অধিকার বিনষ্ট হয়।

৫৪। অভিসম্পাত করা থেকে সতর্ক থাকা

সাবেত বিন যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনকে অভিসম্পাত করা, তাকে হত্যা করার মত।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সত্যবাদীদের জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সঙ্গত নয়।' (মুসলিম)

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে না এবং সাক্ষীও হবে না।' (মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিন কারো মর্মে ব্যথাদানকারী, অভিসম্পাতকারী এবং অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়ার) হয় না।' (তিরমিজী)

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিসম্পাত করে, তখন অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়, কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই আকাশের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর তা পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করে কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই পৃথিবীর দ্বারসমূহও বন্ধ করা হয়। অতঃপর ডানে বামে ফিরতে থাকে, পরিশেষে যখন তা কোন যথার্থ

স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়, যদি সে এর (অভিশাপের) উপযুক্ত হয়, তাহলে (তাকে অভিশাপ লেগে যায়) নচেৎ অভিশাপকারীর নিকট তা প্রত্যাবৃত্ত হয়।' (আবু দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলমানদের প্রতি অভিসম্পাত করা থেকে ভয় দেখানো হয়েছে।

২। অভিসম্পাত অন্যায়ভাবে হলে, তা অভিসম্পাতকারীর প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৩। অভিসম্পাত করা সৎলোক ও সত্যবাদীদের গুণ নয়।

৫৫।কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর কবিদের কথা! তাদের পিছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা। তোমরা কি দেখ না যে, তারা প্রতিটি প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে এবং এমন সব কথা-বার্তা বলে, যা তারা নিজেরা করে না। সেই লোকগণ ছাড়া যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে এবং আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করেছে। আর তাদের উপর যখন যুলুম করা হয়েছে, তখনই শুধু তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।' (২৬ঃ ২২৪-২২৭)

উবায় বিন কা'আব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কিছু কবিতায় জ্ঞান ও হিকমত আছে।' (বুখারী)

বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বানী কুরায়যার দিন হাসসানকে বলেন, (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দাবাদ করো, জিব্রাইল তোমার সাথে রয়েছেন।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কবিতার দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পুঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কিছু কবিতা ভাল। তবে কিছু কবিতা খারাপ ও ঘৃণিত।

২। বেশী কবিতা মুখস্থ করার প্রতি ভয় প্রদর্শিত হয়েছে যদি কুরআনের কোন কিছু পেটে না থাকে।

৫৬। যা বলা নিষেধ

কোন মুসলমানকে 'হে কাফের' বলা নিষেধ।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কেউ তার ভাইকে কাফের বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়। যা বলেছে তা যদি সঠিক হয় তো ভাল, নচেৎ তার (বক্তার) উপর তা ফিরে যায়।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, 'যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে, অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলে অথচ প্রকৃত পক্ষে সে যদি তা না হয়, তবে তা তার (বক্তার) উপর বর্তায়।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু মালীহ (রাঃ) এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। সে বলে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পশ্চাতে বসে ছিলাম, হঠাৎ সাওয়ারীর পদস্খলন ঘটলে, আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। তিনি বললেন, 'শয়তান ধ্বংস হোক' একথা বলো না। কারণ, এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, আমি নিজ শক্তিতে একে বিপদগ্রস্ত

করেছি। বরং তুমি বলো, 'বিসমিল্লাহ' একথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়।' (আহমদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোন মুসলমানকে 'হে কাফের' বলা নিষেধ।

২। কোন মুসলমানকে 'আল্লাহর দুশমন' বলে ডাকা নিষেধ।

৩। যাকে 'কাফের' বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে ডাকা হয়, সে যদি তা না হয়, তাহলে তা তার (বক্তার) উপর প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৪। 'শয়তান ধ্বংস হোক' বলতে নিষেধ করে তার পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহ' বলতে বলা হয়েছে।

৫৭।জিহাদের ফযীলত

আল্লাহ তা'য়লা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসার কথা বলবো না, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জানতে।' (৬১ঃ ১০-১১)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন কাজটি সব থেকে উত্তম? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।' জিজ্ঞাসা করা হলো, তার পর কোনটি? বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' বলা হলো, তারপর কোনটি? বললেন, 'গৃহীত হজ্জ।' (বুখারী মুসলিম)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কোন এক সকাল অথবা কোন এক সন্ধ্যার সময়টুকু আল্লাহর পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও তার মধ্যে বিদ্যমান সব জিনিসের থেকে উত্তম।' (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুর রহমান বিন জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত বান্দার কদমদ্বয়কে আগুন স্পর্শ করবে না।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ কাজটি (সাওয়াবের দিক দিয়ে) আল্লাহর পথে জিহাদের সমকক্ষ? উত্তর দিলেন, 'তোমরা কি জিহাদ করার শক্তি রাখো না? সাহাবীগণ এ প্রশ্নের দু'বার কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারই তিনি একই জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'তোমরা কি জিহাদের শক্তি রাখো না? তারপর বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রোযা-দার, নামায আদায়কারী ও কুরআনের আয়াত বিনীত হৃদয়ে একাগ্রতার সাথে তেলাওয়াতকারীর ন্যায় যে ঐ আল্লাহর পথের মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত নামায ও রোযায় লিপ্ত থাকে।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর পথে জিহাদ করার ফযীলত বিরাট।

২। সর্বোত্তম আমলই হলো জিহাদ।

৩। জিহাদ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপকরণ।

৫৯। শহীদ ও মুজাহীদদের সাওয়াব প্রসঙ্গে

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়েছে, আল্লাহ্ তার জামীন হয়েছেন। আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার রাসূলকে সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণ তাকে ঘর ছাড়া করে নি, তাই আল্লাহ্ তার দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, অথবা সেই গৃহের দিকে সফলভাবে প্রত্যাবৃত্ত করাবেন সাওয়াব সহকারে বা গনীমত সহকারে, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বের হয়েছিল। আর মুহাম্মাদের প্রাণ যে সত্তার হাতের মুঠোয় তার কসম, সে আল্লাহর পথে যে কোন আঘাত পাবে, তা তাকে কিয়ামতের দিন এমনভাবে হাযির করবে, যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ। তার গন্ধ হবে মিসকের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম, মুসলমানদের উপর যদি আমি এটা কঠিন মনে না করতাম, তাহলে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত তার থেকে আমি কখনো পিছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা স্বচ্ছল হতে পেরেছি, যার ফলে সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারি, আর না মুসলমানদের এতটা স্বচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্যও অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পিছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাবো। আর সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই আমি কামনা করি, আমি আল্লাহর পথে জিহাদে যাবো এবং তাতে শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং শহীদ হয়ে যাবো।' (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'শাহাদাতলাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার

কষ্ট ততটুকুই অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের মধ্যে কেউ পিঁপড়ের কামড়ের কষ্ট অনুভব করে।' (তিরমিজী)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও সারা পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সে লাভ করে। তবে শহীদ তার মহান মর্যাদা দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার এবং দশবার আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করার।' (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ঋণ ব্যতীত শহীদদের সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জিহাদের বিরাট মর্যাদা। আর জিহাদই জান্নাত লাভের সব চেয়ে বড় মাধ্যম।

২। শহীদদের সাওয়াব অনেক। নিহত হওয়ার কষ্ট সে অতি স্বল্প অনুভব করবে।

৩। গুনাহসমূহ মোচন হওয়ার সব চেয়ে বড় মাধ্যম হলো শাহাদাত।

৬০ জিহাদের জন্য সাহাবীদের উদ্দীপনা

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ও সাহাবাগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের পূর্বে বদরে পৌঁছে গেলেন। মুশরিকরাও এসে গেলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'যতক্ষণ আমি অগ্রসর না হই, ততক্ষণ তোমাদের কেউ যেন কোন কিছুর দিকে এগিয়ে না যায়। তারপর যখন মুশরিকরা কাছে

এসে গেলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, এবার তৈরী হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের বিস্তৃতি হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান। আনাস বলেন, (একথা শুনে) উমাইর বিন হেমাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর সমান? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমাইর বললো, বাহ্ বাহ্! তিনি বললেন, এতে অবাক হবার কি আছে যে, তুমি একেবারে বাহ্ বাহ্ বলে উঠলে? উমাইর বললেন, না, আল্লাহর কসম তা নয়। আমি একথা কেবলমাত্র এই আশায় বলেছিলাম, যাতে আমি তার অধিবাসী হতে পারি। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী। একথা শুনে উমাইর নিজের তীরদানী থেকে কিছু খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে থাকলেন। তারপর বলতে লাগলেন, যদি আমার এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে চাই, তাহলে তো অনেক সময় লাগবে। (একথা বলে) তার কাছে যা খেজুর ছিল সবগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।' (মুসলিম)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস বিন নায্‌র বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। তিনি আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম যুদ্ধ করেছেন, তাতে আমি শরীক হতে পারি নি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যে সব যুদ্ধ হবে তাতে যদি আমি শরীক থাকি, তাহলে আল্লাহ দেখে নেবেন আমি কি করি। কাজেই যখন ওহুদের যুদ্ধ হলো, তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! মুশরিকরা যা কিছু করেছে, তা থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে সা'আদ বিন মা'আয এসে গেলেন। তখন বলতে লাগলেন, হে সা'আদ ইবনে

মা'আয, নযরের রবের কসম, ওহুদ পাহাড়ের কাছ থেকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি। সা'আদ ইবনে মা'আয বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারি নি। আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা তার (আনাস বিন নযরের) শরীরে পেলাম আশিরও বেশী তালোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত।' (বুখারী-মুসলিম)

শাদ্দাদ বিন হাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মরুবাসী একজন রাসূলের নিকট এসে তাঁর প্রতি ঈমান আনে ও তাঁর অনুসরণ করে। তারপর বলে, আমি আপনার সাথে হিজরত করবো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তার ব্যাপারে কিছু সাহাবাদেরকে অসীয়ত করেন। পরে যুদ্ধকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গনীমতের মাল পেলে, বন্টন করার সময় তার জন্যও একটি অংশ নির্ধারিত করেন। এবং তাকে দেওয়ার জন্য তা স্বীয় সাহাবীদেরকে দেন। সে সাহাবীদের সাওয়ারীর দেখা-শুনা করছিল। যখন সাহাবীরা তার নিকট আসেন এবং তাকে তার ভাগ পেশ করেন, সে বলে, এটা কি? উত্তরে বললেন, এটা একটি অংশ, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তোমাকে দিয়েছেন। সে তার ভাগ নিয়ে রাসূলের নিকট এসে বলে, এটা কি? তিনি বললেন, এটা একটি অংশ, তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি এর জন্য আপনার অনুসরণ করি নি। বরং অনুসরণ করেছি এই জন্য যাতে আমার এখানে (কন্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বলে) তীর লাগে এবং মৃত্যু বরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্য অঙ্গীকার করে থাকো, তাহলে আল্লাহ বাস্তবে তা সত্য করে দেখাবেন। অতঃপর সাহাবারা অল্প ক্ষণ অপেক্ষা করে শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। পরে তাকে এমন অবস্থায় নবীর নিকট তুলে আনা হলো যে, তার

সেখানেই তীর লেগেছিল, যেখানে সে ইশারা করে দেখিয়ে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, একি সেই? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ আল্লাহর সাথে সত্য অঙ্গীকার করেছিল এবং আল্লাহও সত্য করে তা দেখিয়ে দিলেন।' (নাসায়ী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাহাবাদের ঈমান এত মজবুত যে আল্লাহর পথে শহীদ হতে তাঁরা খুব ভালবাসতেন।

২। তাঁরা দারুণ শক্তিশালী ছিলেন। ভাল কাজে বিলম্ব করতেন না।

৬১ মুমিনদের প্রয়োজন পূরণ করার ফযীলত

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমানরা একে অপরের ভাই। কেউ কারো উপর যুলুম করবে না। কাউকে অন্যের হাতে অত্যাচারিত হতে দেবে না। যে তার ভায়ের সহযোগিতা করবে, আল্লাহ তার সহযোগিতা করবেন। যে কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্টকে দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিনের দুঃখ-কষ্টকে দূরীভূত করবেন। যে কোন মুসলমানের গোপন দোষকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষকে ঢেকে রাখবেন।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কষ্ট-ক্লেশ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের কষ্ট-ক্লেশকে তার থেকে দূর করে দেবেন। আর যে কারো কঠিন কাজকে সহজ করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন জিনিসকে তার জন্য সহজ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গোপন দোষকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ

দুনিয়া ও আখেরাতে তার গোপন দোষকে ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার বান্দার সহযোগিতায় থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভায়ের সহযোগিতায় থাকে। আর কোন জাতি আল্লাহর ঘরসমূহের কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করে ও আপসে দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর অবতীর্ণ হয় শান্তিধারা, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্ঠন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট উপস্থিত ফেরেশতাদের নিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। আর যাকে তার অসৎকাজ সৎকাজ করতে বিলম্ব করায়, বংশমর্যাদা আখেরাতে তার কোন কাজে আসবে না।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ করতে চেষ্টা করার বড় ফযীলত। বিশেষ করে অসহায় ব্যক্তিদের। কারণ তাদের প্রয়োজন বেশী।

২। যে তার মুসলমান ভায়ের সহযোগিতা করবে, আল্লাহ প্রয়োজনে তার সহযোগিতা করবেন।

৬২ বিদআত থেকে সতর্ক থাকা ও রাসূলের অনুকরণ করা ওয়াজিব

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর সাথে ভালবাসা পোষণ করে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।' (৩ঃ ৩১) তিনি আরো বলেন, 'না, হে মুহাম্মাদ, তোমার আল্লাহর নামের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয়

ও ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করে দেবে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করবে না, এবং উহার সম্মুখে নিজেদেরকে সোপর্দ করে দেব।' (৪ঃ ৬৫)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমাদের কাজের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভবন করবে যার দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে।' (বুখারী-মুসলিম) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে এমন কোন কাজ করবে, যে কাজের উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে।' (মুসলিম)

ইরবায বিন সারিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল এমন মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন যে, অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটাই অন্তিম ভাষণ, অতএব আমাদেরকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার অসীয়ত করছি। আর (নেতৃস্থানীয়) ব্যক্তির কথা শুনা ও তার অনুসরণ করার অসীয়ত করছি যদিও সে কোন নিগ্রো ক্রীতদাস হয়। আর শুনো, আমার পর যারা জীবিত থাকবে, তারা বিভিন্ন মতভেদ দেখবে। তখন (তোমাদের করণীয়) হবে আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। শক্ত করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে। আর খবরদার! দ্বীনে নতুন জিনিস আবিষ্কার করা থেকে বাঁচবে, কারণ প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্ট।' (আবু দাউদ-তিরমিজী)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখনই খুৎবা দিতেন, তখনই বলতেন, 'সব চেয়ে ভাল বাণী

হলো, আল্লাহর বাণী। আর সব চেয়ে ভাল শিক্ষা ও তরীকা হলো, মুহাম্মাদের (সাঃ) শিক্ষা ও তরীকা। আর সব থেকে খারাপ কর্ম হলো, নতুন উদ্ভাবিত কর্ম। আর (দ্বীনে) প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিসই ভ্রষ্ট।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দ্বীনে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করা হারাম। অর্থাৎ, এমন কোন জিনিসকে আল্লাহর এবাদত হিসাবে সম্পাদন করা, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম করেননি।

২। বিদআত কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। বিদআতীর আমল তারই প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৩। সব রকমের বিদআত থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। বিদআত মন্দ ও ভ্রষ্ট কাজ।

৪। আল্লাহর ভালবাসা ও ক্ষমালাভের পথই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ করা।

৬৩ রাসূলের উপর দরূদ পাঠের ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।' (৩৩ঃ ৫৬)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহর তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।' (মুসলিম)

আউস বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো, জুম'আর দিন। সুতরাং এই দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছান হয়। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পৌঁছানো হবে, যখন আপনি জরাজীর্ণ হয়ে যাবেন? তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ তায়ালা আম্বিয়াদের শরীর মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।' (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো। কেননা, তোমরা দরূদ যে স্থান থেকেই পাঠ করো না কেন, তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।' (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যখনই কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠায়, তখনই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার আত্মাকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দেন আর আমি সালামের উত্তর দি।' (আবু দাউদ)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সেই ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের বিষয়, যার নিকট আমার আলোচনা হলো, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করলো না।' (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

২। বিশেষ করে জুম'আর দিনে বেশী বেশী করে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

৩। রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠের বড় সাওয়াব।

৬৪ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবসর দেওয়ার ফযীলত

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বেকার কোন এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতারা সাক্ষাৎ করেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছো? সে বলল, না। তাঁরা বললেন, স্মরণ করো, সে বললো, আমি লোকদের ঋণ দিতাম আর ছেলেদের বলতাম, অভাবী-দেরকে যেন অবসর দেয়, আর সচ্ছল ব্যক্তিরা কিছু কম দিলেও যেন গ্রহণ করে নেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, 'ওকে মাফ করে দাও।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি মানুষদের ঋণ দিতো আর ছেলেদেরকে বলতো, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিও, হতে পারে আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। তারপর সে মৃত্যু বরণ করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।' (মুসলিম)

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তার নিকট ঋণী ব্যক্তির কাছে ঋণের পরিশোধ চাইলে, সে লুকিয়ে পড়ে। অতঃপর তাকে পাওয়া গেলে সে বলে, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছো? সে বললো আল্লাহর শপথ করে বলছি। তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'যে চায় যে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের কষ্ট থেকে রক্ষা করুক, সে যেন অভাবগ্রস্তকে অবসর দেয়, অথবা তাকে মাফ করে দেয়।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অভাবগ্রস্তকে অবসর দেওয়া অথবা ক্ষমা করা মুস্তাহাব।

২। অভাবগ্রস্তকে অবসর দেওয়া কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপকরণ।

৩। এটা বান্দাকে আল্লাহর ক্ষমা করে দেওয়ার উপকরণও বটে।

৬৫ সূদ থেকে সতর্ক থাকা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যারা সূদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ-জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এই রূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতই জিনিস। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার আল্লাহর তরফ হতে এই উপদেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে এই সূদখোরী হতে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে, তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও উহার পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নির্মূল করেছেন আর দান-খয়রাতকে ক্রম বৃদ্ধি দান করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে পছন্দ করেন না।' (২ঃ ২৭৫-২৭৬) তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাকে ভয় করো, আর তোমাদের যে সূদ লোকদের নিকট পাওনা রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাকো।' (২ঃ ২৭৮)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি জিনিস থেকে বাঁচো। সাহাবারা

জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল সেই জিনিস সাতটি কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সহিত শির্ক করা, আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং পবিত্রা চরিত্রসম্পন্না, সাধাসিধা মুমিন স্ত্রীলোকের উপর মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপ করা।' (বুখারী মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সূদখোর ও সূদগ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কঠোরভাবে সূদ হারামের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, ধ্বংসকারী মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত।

২। সূদ বরকত বিলুপ্ত করে দেয় এবং পৌনঃপুনিকভাবে সূদখোর হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সহিত বিদ্রোহকারী।

৩। সূদী কারবারেযুক্ত সকলেই রাসূল কর্তৃক অভিশপ্ত।

৬৬ কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, সে বাড়ী ফিরে গিয়ে বাড়ীতে মোটা-তাজা তিনটি গাভিন উটনী পাক? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নামাযে তিনটি আয়াত পড়ে, তাহলে তা তার জন্য মোটা-তাজা তিনটি গাভিন উটনীর চেয়েও উত্তম।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লা-

ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বদলায় একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী হয় দশটি নেকীর সমান। আমি 'আলিফ, লাম ও মীমকে' একটি হরফ বলছি না, বরং অলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।' (তিরমিজী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে এবং সে যদি তেলাওয়াতে পারদর্শী হয়, তাহলে সে (কিয়ামতের দিন) অনুগত সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলা-ওয়াত করে এবং সে যদি পড়তে পড়তে আটকে যায়, আর তা পড়া তার জন্য কঠিন হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কুরআন তেলাওয়াতের বড় ফযীলত।

২। কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষরের পরিবর্তে সাওয়াব রয়েছে।

৩। যারা কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী, তারা সম্মানী ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে থাকবে।

৪। যার পক্ষে কুরআন তেলাওয়াত কঠিন তা সত্ত্বেও সে যদি পড়ে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।

৬৭ সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে-ইমরানের ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরগুলিকে কবরস্থানে পরিণত

করো না। অবশ্যই শয়তান সেই ঘর থেকে বিতাড়িত হয়, যে ঘরে সূরা বাক্বারার তেলাওয়াত হয়।' (মুসলিম)

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'তোমরা কুরআনের তেলাওয়াত করো, কারণ সে কিয়ামতের দিন তেলাওয়াত-কারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে। আর তোমরা সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে-ইমরানের তেলাওয়াত করো। কারণ, এই সূরা দু'টি কিয়ামতের দিন বাদলাকারে ছায়া হয়ে, অথবা দু'দল পাখির আকারে কাতারবদ্ধ হয়ে আগমন করবে এবং তাদের পাঠকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। তোমরা সূরা বাক্বারার তেলাওয়াত করো। কারণ তার তেলাওয়াতে বরকত লাভ হয়। আর তেলাওয়াত না করলে অনুতপ্ত হতে হয়। আর যাদুকর এ সূরা পড়তে সক্ষম নয়।' (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষোক্ত দু'টি আয়াত পড়বে, তার জন্য এ আয়াত দু'টি যথেষ্ট হবে।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আল-ইমরানের বড় ফযীলত।

২। এই সূরা দু'টি কিয়ামতের দিন তাদের পাঠকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে।

৩। সূরা বাক্বারার তেলাওয়াত শয়তানকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে।

৪। সূরা বাক্বারার শেষের দু'আয়াতের বেশ ফযীলত।

৬৮ আল্লাহর পথে সাদক্বা করার ফযীলত

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দাদের প্রত্যেক প্রভাতে দু'জন ফেরে-শতা অবতরণ করেন। তারপর একজন বলেন, হে আল্লাহ! প্রত্যেক ব্যয়কারীকে তার প্রতিদান দাও। আর যে ব্যয় করে না, তার মাল ধ্বংস করে দাও।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সাদক্বা করাতে মাল কমে না। আর সহিষ্ণুতার দ্বারা আল্লাহ বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা-সম্মানকে আরো বাড়িয়ে দেন।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জনা থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কোন কিছু সাদক্বা করে- আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না- আল্লাহ সেটাকে তাঁর ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটাকে দানকারীর জন্য ঐ ভাবেই বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার ছোট বাচ্চাকে সযত্নে পেলে বড় করে। আর বাড়তে বাড়তে এ সাদক্বা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।' (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি জিনিস ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সাথে ঈর্ষা করা চলে না। প্রথমতঃ, ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন এবং সে তা আল্লাহর পথে সঠিক পন্থায় ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ

ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন যদ্দ্বারা সে বিচার-ফয়সালা করে এবং (অন্যাকে) তা শিক্ষা দেয়।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর পথে ব্যয় করার বড় ফযীলত।

২। হালাল উপার্জন থেকে সাদক্বা না করলে তা গৃহীত হয় না।

৩। সাদক্বা মাল বৃদ্ধি ও বরকতের উপকরণ।

৬৯ সাদক্বার ফযীলত (১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'লোকদের গোপন সালা-পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্যাই গোপনে কেউ যদি কাউকে দান-খয়রাতের উপদেশ দেয়, কিংবা কোন ভাল কাজের জন্য, অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের মধ্যে সংশোধন সূচিত করার জন্য কাউকেও কিছু বলে, তবে তা নিশ্চয় ভাল কথা। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য যে কেউ এইরূপ করবে, তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করবো।' (৪ঃ ১১৪)

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যা কিছু খরচ করে ফেল, উহার স্থলে তিনিই তোমাদের আরো দেন।' (৩৪ঃ ৩৯)

আব্দুল্লাহ বিন শিক্ষীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এলাম, যখন তিনি (الهاكم التكاثر)এর তেলাওয়াত করছিলেন আর বলছিলেন, 'আদম সন্তানরা শুধু বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো ততটুকুই, যা তুমি খেয়ে নষ্ট করেছো, অথবা পরে শেষ করেছো, কিংবা সাদক্বা করে তা সঞ্চিত করেছো।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এক সময় কোন এক ব্যক্তি মরুপ্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলো, 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ করো। এটা শুনামাত্র মেঘখন্ডটি একদিকে এগিয়ে গেল এবং প্রস্তরময় এক ভূখন্ডে বর্ষণ করলো। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হলো। আর এই পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিলো। লোকটি উক্ত পানির পিছনে পিছনে যেতে থাকলো। এমন সময় সে দেখতে পেলো, একজন লোক তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে বললো, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ, ঐ নামই বললো, যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আমার নাম তুমি কেন জানতে চাচ্ছ? সে বললো, যে মেঘ থেকে 'এ পানি বর্ষিত হয়েছে, তা থেকে আমি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম।' ঐ আওয়াজে ছিল এই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষাও। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। তা এ বাগানে আপনি এমন কি আমল করছেন? সে লোকটি বললো, তা তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাইলে, তাহলে বলছি শোন, এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করে দিই। আমি ও আমার পরিবার পরিজন এক তৃতীয়াংশ খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দিই।' (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাদক্বার বড় ফযীলত।

২। সাদক্বা হলো মাল বৃদ্ধি ও বরকতের মাধ্যম।

৩। মুসলিম যেটা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সেটাই তার আসল মাল, যা বাকী থাকবে।

৭০ সাদক্বার ফযীলত (২)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর।' (২ঃ ২৭২)

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'কিয়া-মতের দিন বিচার-ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাদক্বার ছায়ায় থাকবে।' (আহমদ)

আদি বিন হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'একটি খেজুর দিয়ে হলেও (তা সাদক্বা করে) জাহান্নাম থেকে বাঁচো।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ যখন মারা যায়, তিনটি জিনিস ব্যতীত তার সমস্ত আমাল বন্ধ হয়ে যায়। আর সে জিনিস তিনটি হলো, সাদক্বায়ে জারিয়াহ, উপকারী জ্ঞান এবং সৎছেলের দোআ।' (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাদক্বা হলো কিয়ামতের দিনের কঠিনতা থেকে নাজাতের অসীলা।

২। স্বল্প হলেও তা জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম।

৩। সাদক্বা করা এমন কাজ যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়।

৭১ উত্তম সাদক্বা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বোত্তম সাদক্বা

হলো, যা প্রয়োজন পূরণের পর (উদ্বৃত্ত মাল থেকে) করা হয়। এবং যে সাদক্বা আপনজনকে করা হয়।' (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোন সাদক্বায় (দানে) সব চেয়ে বেশী সাওয়াব? তিনি বললেন, 'তুমি এমন অবস্থায় সাদক্বা করবে যে, তুমি শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ আছ, মালের প্রতি তোমার লোভও আছে, অভাব-অনটনকে ভয়ও করছো এবং সম্পদের আশাও করছো। তুমি সাদক্বা করার ব্যাপারে গড়িমসি করো না, কারণ যখন আত্মা কন্ঠনালীতে চলে আসবে, তখন তুমি এ কথা বলবে যে, এ পরিমাণ অমুকের জন্য, সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্য সে মাল নির্ধারিত হয়েই গিয়েছে।' (বুখারী)

সালমান বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মিসকীনদের সাদক্বা করলে শুধু সাদক্বার নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মীয়দের সাদক্বা করলে সাদক্বার নেকী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখার নেকীও পাওয়া যায়।' (আহমদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অভাবী আত্মীয়দেরকে সাদক্বা করা অন্যদেরকে করা থেকে উত্তম।
২। সর্বোত্তম সাদক্বা হলো, যা মানুষ সুস্থাবস্থায়, মালের প্রতি লোভ ও অভাবী হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও করে।

৭২ গোপনে সাদক্বা করার ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'তোমরা তোমাদের দান-সাদক্বা যদি প্রকাশ্য-ভাবে দাও, তবে তাও ভাল। আর যদি গোপনে অভাবী লোকদের দাও,

তবে তা তোমাদের পক্ষে বেশী ভাল।' (২ঃ ২৭১)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে যুবক তার যৌবন কালকে আল্লাহর এবাদতে অতিবাহিত করেছে, যার অন্তর সব সময় মসজিদের দিকে টাঙা থাকে, যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয়েছে, আবার তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে ব্যক্তিকে কোন সুন্দরী রমণী (ব্যভিচারের জন্য) ডাকলে সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি এমন গোপনতা রক্ষা করে দান করেছে যে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কি সাদক্বা করেছে এবং যে ব্যক্তি নিভৃত নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু প্রবাহিত করেছে।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গোপনে সাদক্বা করা প্রকাশ্যে করা থেকে উত্তম।

২। গোপনে সাদক্বা করার ফযীলত এত যে, গোপনে সাদক্বাকারীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন।

৭৩ কোন সৎউদ্দেশ্যে সাদক্বা প্রকাশ্যে করা জায়েয

জারির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দিনের প্রারম্ভে রাসূলের নিকট আমরা বসেছিলাম। হঠাৎ উলঙ্গ শরীরে, উলঙ্গ পায়ে, চাদর ও আলখাল্লা জড়িয়ে এবং তরবারী ঝুলাতে ঝুলাতে এক জাতি উপস্থিত হয়। তাদের অধিকাংশই মুযার গোত্রের ছিল, বরং সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। ক্ষুধার্তের কারণে তাদের এই অবস্থা দেখে রাসূলের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে

আবার বের হয়ে বিলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দেন। তিনি নামায পড়েন। অতঃপর খুৎবা আরম্ভ করতঃ আল্লাহর এই আয়াত পাঠ করেন যার অর্থ 'হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা থেকেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এই উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজের নিজের হক দাবী করো। এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিত জানো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন।' সূরা হাশরের এই আয়াতটিও পড়েন যার অর্থ, 'হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেই সব আমাল সম্পর্কে অবহিত, যা তোমরা করতে থাকো।' মানুষ তার দিরহাম, দিনার, কাপড়, যব ও খেজুর দিয়ে সাদক্বা করে। এমন কি তিনি বললেন, একটি খেজুর হলেও তা দিয়ে তোমরা সাদক্বা করো। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি এমন একটি থলে আনে যে তার হাত তা বইতে পারে না। অতঃপর সকলে (দেখাদেখি) সাদক্বা করতে আরম্ভ করে। বর্ণনাকারী বলে, আমি দেখলাম পণ্য শস্যের দু'টি স্তূপ হয়ে গেছে। আর দেখলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখমন্ডল (আনন্দে) উজ্জ্বল হয়ে গছে। তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল সুন্নাতের প্রচলন সৃষ্টি করবে, সে তার প্রতিদানসহ সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীদেরও প্রতিদান পাবে। তবে আমলকারীদের প্রতিদান থেকে

কিছু কম হবে না। আর যে ব্যক্তি খারাপ সুন্নাতের প্রচলন সৃষ্টি করবে, সে তার পাপ সহ ওদের পাপও বহন করবে, যারা এই সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে। তবে আমলকারীদের পাপ থেকে কিছু কম হবে না।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোন সৎউদ্দেশ্যে সাদক্বার প্রকাশ করা যায়।

২। এটা লোক দেখানো আমল বলে গণ্য হবে না, বরং এটা সৎ পথের প্রদর্শক বলেই পরিগণিত হবে।

৭৪। চাওয়া নিষেধ, বিনা চাওয়াতে নেওয়া জায়েয

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কেউ মানুষের কাছে সব সময় চাইতে থাকলে, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখে কোন গোশত থাকবে না।' (বুখারী)

হেযাম বিন হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, আবার তিনি দিলেন। পুনরায় চাইলাম, পুনরায় তিনি দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে হাকীম! অবশ্যই এ মাল হলো সবুজ মিষ্ট ফসল। অতএব যে ব্যক্তি উদার মনে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ মনে তা গ্রহণ করবে, তাতে বরকত থাকবে না। যেমন কোন ব্যক্তি খায় অথচ তৃপ্ত হয় না। নিশ্চয় উপরের হাত নিচের হাতের থেকে উত্তম।' (বাখারী)

উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে মাল দিতেন। আমি বলতাম, যে আমার থেকে বেশী

অভাবী তাকে দেন। তিনি বলতেন, 'বিনা চাওয়াতে ও বিনা লালসায় এ মালের যা কিছু তোমার কাছে আসে, তা তুমি গ্রহণ করে নাও। (কাউকে পেলে সাদক্বা করে দেবে) অন্যথায় তা বর্জন করবে।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অত্যধিক প্রয়োজন ব্যতীত কারো কাছে মাল চাওয়া নিষেধ।

২। বিনা চাওয়াতে কেউ কাউকে মাল দিলে তা নেওয়া জায়েয।

৭৫। কতিপয় নিষিদ্ধ বাক্য

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা যুগকে গালি দিও না। কারণ, আল্লাহই যুগের বিবর্তনকারী।' (মুসলিম)

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা এ কথা বলো না যে, আল্লাহ ও অমুক চাইলে। বরং বলবে, আল্লাহ চাইলে অতঃপর অমুক।' (আহমাদ)

তুফায়ইল বিন সাখবারাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা এ কথা বলো না যে, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ চাইলে।' (আহমদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুগকে গালি দেওয়া নিষেধ।

২। আল্লাহ ও অমুক চাইলে বলা নিষেধ, বরং বলতে হবে, আল্লাহ চাইলে অতঃপর অমুক।

৭৬। মরণকে স্মরণ করা, উহার কামনা না করা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা-

ইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'সমস্ত সুখশান্তি বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করো।' (তিরমিজী)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন কোন কষ্টের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। সে যদি একান্তই মৃত্যু কামনা করতে চায়, তাহলে সে যেন এইভাবে দোআ করে,

(اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرلي)

হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখো, যদি জীবিত থাকা আমার জন্য ভাল হয়। আর আমাকে মৃত্যু দাও, যদি মৃত্যু আমর জন্য ভাল হয়।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর মৃত্যু আসার পূর্বে যেন মরার জন্য দোআ না করে। কেননা যখনই কেউ মৃত্যু বরণ করে, তখন থেকেই তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। মুমিনের বয়স বৃদ্ধি কল্যাণই বয়ে আনে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বেশী বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ করা মুস্তাহাব।

২। বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

৭৭ মৃত্যু সম্মুখকালীন বিধান

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর তালকীন দাও।' (মুসলিম)

মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আবু দাউদ)

জারির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে এ কথা বলতে শুনেছি, 'তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়েই মৃত্যু বরণ করে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কালেমা শাহাদতের বড় ফযীলত।

২। মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে কালেমা শাহাদতের তালকীন দেওয়া শরীয়তী বিধান।

৩। আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণের নির্দেশন।

৭৮ শেষ আমলই লক্ষণীয়

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী রাসূল আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, 'তোমাদের সকলেই চল্লিশ দিন পর্যন্ত (পানি আকারে) মায়ের পেটে জমা হয়। অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তা মাংসপিন্ডে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ চারটি বাক্য দিয়ে একটি ফেরেশতা পাঠান। তার কাজ-কর্ম, বয়স, রিজিক এবং সৎ না অসৎ, তা লেখা হয়। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকা হয়। মানুষ জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি যখন তার মধ্যে এবং জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান বাকী থাকে, তখন তার ভাগ্য অতিক্রম করে, আর সে জান্নাতীদের কাজ করে বসে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি যখন তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের

ব্যবধান বাকী থাকে, তখন তার ভাগ্য অতিক্রম করে, আর সে জাহান্নামীদের কাজ করে বসে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।' (বুখারী)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেককে সেই অবস্থাতেই উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করেছে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মন্দ পরিণামকে ভয় করা এবং মন্দ পরিণাম বয়ে আনে এমন কর্ম থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব।

২। অন্তিম আমলই লক্ষণীয় হয়।

৭৯ জানাযার নামাযের বিধান (১)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তির জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক অংশ গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর সহিত শির্ক করে নি, তার জন্য তাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করেন।' (মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কোন মৃত নেই, যার জানাযায় একশতজন বিশিষ্ট মুসলমানদের একটি দল শরীক হয়, যারা সকলেই তার জন্য সুপারিশ করে, আর তাদের সুপারিশ তার ব্যাপারে কবুল করা হয় না।' (মুসলিম)

সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পেছনে প্রসব বেদনায় মৃতা একজন মহিলার জানাযার নামায পড়েছিলাম। তিনি তার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু গালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিকের সাথে একজন পুরুষের জানাযার নামায পড়েছিলাম। তিনি তার মাথার সোজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর লোকেরা একজন কুরাইশী মহিলার জানাযা নিয়ে এসে বলে, হে আবু হামযা! এর জানাযা পড়িয়ে দিন। তখন তার খাটের মধ্যস্থলে দাঁড়ান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার মত করেই কি পুরুষ ও মহিলার জানাযায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দাঁড়াতে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।' (তিরমিজী)

আব্দুর রাহমান বিন আবু লায়লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ (রাঃ) আমাদের জানাযায় চারবার তকবীর দিতেন। তিনি কোন এক জানাযায় পাঁচ তকবীর দিলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাঁচ তকবীরও দিতেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ইমাম জানাযার নামাযে পুরুষের মাথার সোজায় আর মহিলার মধ্যস্থলে দাঁড়াবে।

২। ইমাম চারবার তকবীর দিবে।

৩। জানাযার নামাযে পাঁচ তকবীর দেওয়াও জায়েয।

৪। জানাযায় অধিকহারে মুসাল্লীদের শরীক হওয়া মুস্তাহাব।

৮০ জানাযার নামাযের বিধান (২)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন-কালো পুরুষ অথবা মহিলা-যে মসজিদে ঝাড়ু দিতো, মারা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু অলা-ইহি অসাল্লাম তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেন না। এক দিন তার স্মরণ

হলে, বলেন, 'ঐ মানুষটির খবর কি? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহার রাসূল! সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে বলো নি কেন? তার কবর কোথায় দেখাও। অতঃপর তিনি তার কবরে গিয়ে নামায পড়েন।' (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নাজ্জাশী বাদশার যে দিন মৃত্যু হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তার মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে লোকদেরকে নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে যান এবং তার (জানাযায়) চারবার তকবীর দেন।' বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরে জানাযার নামায পড়া জায়েয।

২। গায়েবানা জানাযার নামায পড়া জায়েয।

৮১ জানাযার নামাযে কি পড়বে?

তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের পেছনে একটি জানাযার নামায পড়ি। তিনি সূরা ফাতেহা পড়লেন এবং বললেন, জেনে নিও, এটাই সুন্নাত।' (বুখারী)

আউফ বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটি জানাযার নামায পড়েন। আমি তাঁর দোআটি মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি দোআ করলেন,

(اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا

من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, তার উপর রহম করো, তাকে নিরাপত্তা দাও, তার গুনাহ ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দান করো, তার কবরকে সম্প্রসারিত করে দাও। তাকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন তুমি পরিষ্কার করো সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। তাকে তার ঘরের চেয়ে ভাল ঘর দান করো, তার পরিজনের চেয়ে ভাল পরিজন দান করো, তার স্ত্রীর চেয়ে ভাল স্ত্রী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে সংরক্ষিত রাখো"। আউফ বিন মালিক বলেন, এমনভাবে দোআ করেন যে, আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে, হায়! আমি যদি এই মৃত হতাম।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা শরীয়ত সম্মত।

২। রাসূলের প্রতি দরূদ পেশ করার পর মৃতের জন্য দোআ করা শরীয়তী বিধান।

৮২ জানাযার বিধান

মৃতকে চুমা দেওয়া জায়েয

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁকে চুমা দিয়েছেন।' (বুখারী)

মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, যেহেতু তারা যা করেছে, তার ফল পেয়ে গেছে।' (বুখারী)

দ্রুত জানাযা নিয়ে যাওয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'দ্রুত জানাযা নিয়ে যাও। যদি তা কনো সৎ ব্যক্তির জানাযা হয়, তাহলে তা কল্যাণময়। তাকে তার দিকে পৌঁছিয়ে দাও। আর তা যদি এছাড়া অন্য কারো জানাযা হয়, তাহলে তোমরা তাকে নিজেদের কাঁধ থেকে (যত দ্রুত পার) নামিয়ে দাও।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ঋণের কারণে মুমিনের আত্মা ঝুলে থাকে (জান্নাতের প্রবেশ পথে) তার ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।' (তিরমিজী)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'লাহাদ' (বগলী কবর) আমাদের জন্য এবং সুন্দুক কবর অন্যদের জন্য।' (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মৃতকে চুমা দেওয়া জায়েয।

২। মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ।

৩। জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশন প্রদান করা হয়েছে।

৪। মৃতর পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব।

৫। লাহাদ কবর তৈরী করা মুস্তাহাব।

৮৩ মৃতকে দাফন করার কতিপয় বিধান

উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি এমন সময় রয়েছে, যে সময়ে নামায পড়তে ও মৃতকে দাফন করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়ের সন্ধিক্ষণে যতক্ষণ না তা খুব ভালভাবে উদিত হয়ে যায়, ঠিক যখন সূর্য মাথার উপরে থাকে, যতক্ষণ না তা (পশ্চিম গগনে) ঢলে যায় এবং সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণে, যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়।' (মুসলিম)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন মৃতকে কবরে প্রবেশ করাতেন, তখন বলতেন,

(بسم الله وبالله وعلي ملة رسول الله)

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে তাঁর সাহায্যে এবং রাসূলের মিল্লাতের উপর (মৃতকে) কবরে রাখলাম।' (তিরমিজী)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলের বেটীর জানাযায় আমি হাযির ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কবরের পাশে বসে ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আজ রাতে সঙ্গম করেনি? আবু তালহা বললেন, আমি। তিনি বললেন, তুমি এর কবরে নামো। তিনি তার কবরে নামলেন এবং আমরা তাকে দাফন করলাম। (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। উল্লিখিত তিনটি সময়ে মৃতকে দাফন করা নিষেধ।

২। যে মৃতকে কবরে প্রবেশ করাবে তার জন্য (বিসমিল্লাহ অবিল্লাহ অ আলামিল্লাতে রাসূলিল্লাহ) দোআটি পাঠ করা সুন্নাত।

৩। এমন ব্যক্তিও কোন মহিলার কবরে প্রবেশ করতে পারে, যে তার মাহরাম নয়।

৮৪ ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং মুসিবতের সময় যা বলতে হয়

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে, 'ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজেউন' আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাদের প্রতি তাদের আল্লাহর নিকট হতে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। আল্লাহর রহম তারা লাভ করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এইসব লোকই সঠিক পথগামী।' (২ঃ ১৫৬-১৫৭)

আনাস (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করই হলো প্রকৃত ধৈর্য। (বুখারী)

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। যে মুসলামান মুসিবতের সময় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বলে,

(إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلفني خيرا منها)

আল্লাহ তাকে যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করেন।' (মুসলিম)

সুহাইয়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনদের সমস্ত ব্যাপারই আশ্চর্যজনক! তাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারই কল্যাণকর। আর এটা শুধুমাত্র মুমিনদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যখন আনন্দের কোন কিছু পায়, তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর এটা তাদের জন্য মঙ্গলময়। আর যখন

বিপদগ্রস্ত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তাদের জন্য কল্যাণেরই বিষয়।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসিবতের সময় সবর করার বড় ফযীলত।

২। সেই সবর প্রশংসিত, যা প্রথম আঘাতেই করা হয়।

৩। কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা মুমিনদের গুণ বিশেষ।

৪। মুসিবতের সময় উল্লিখিত দোআটি পড়ার বড় তাৎপর্য।

৮৫।অসীয়ত ও উহার বিধান

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলমানের নিকট এমন কোন জিনিস যদি থাকে, যার সে অসীয়ত করতে চায়, তবে অসীয়ত লিপিবদ্ধ না করে নেওয়া পর্যন্ত দু' রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই।' (বুখারী-মুসলিম)

সা'আদ বিন আবু অক্কাস (রাঃ) থেকে বার্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিত্তশালী। আর আমার ওয়ারিস বলতে শুধু একটি বেটী। আমি কি মালের তিন ভাগের দু'ভাগ সাদকা করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বাললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ করতে পারো, তবে এটাও বেশী। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারদের মালদার ছেড়ে যাও, এটা তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য করে এমন অভাবী ছেড়ে যাওয়া থেকে উত্তম।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'অবশ্যই আল্লাহ

প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত করা চলে না' (আবু দাউদ-তিরমিজী)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা যান। তাই তিনি অসীয়ত করতে পারেন নি। তবে আমার বিশ্বাস যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে অবশ্যই সাদকা করতেন। যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করি, তাহলে তিনি কি তার সাওয়াব পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যে ব্যক্তি কোন কিছুর অসীয়ত করতে চায়, তাকে সত্বর তা লিখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে যেন অবহেলা না করে।

২। মৃত্যুর পূর্বে মানুষ তার মালের তিন ভাগের একভাগ অসীয়ত করতে পারে।

৩। বিশেষ কোন ওয়ারিসকে তার অধিকারের বেশী দেওয়ার অসীয়ত করা নিষেধ।

৪। মৃতর পক্ষ থেকে সাদকা করা জায়েয, যদিও সে অসীয়ত না করে যায়।

৮৬ উত্তরাধিকারের বিধান

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'উত্তরাধিকারীদের অধিকার দিয়ে দাও। তাদের পর যা বাঁচবে, তার বেশী হকদার হচ্ছে কোন পুরুষ।' (মুসলিম)

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'অবশ্যই আল্লা-

হ প্রত্যেককে তার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত করা চলে না।' (আবু দাউদ-তিরমিজী)

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'কোন মুসলমান কোন কাফেরের এবং কোন কাফের কোন মুসলমানের উত্তরাধিকার হয় না।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিরাস বন্টন আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তী বিধান।

২। কোন ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত জায়েয নয়।

৩। উত্তরাধিকারীদের হক নিয়ে নেওয়ার পর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহলে তার হকদার হলো মৃতের নিকটস্থ কোন পুরুষ।

৪। মুসলমান ও কাফের একে অপরের ওয়ারিস হবে না।

৮৭ বিলাপ করে ও অসন্তুষ্টি ছাড়া মৃতের জন্য কাঁদার অনুমতি

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্রাহীমের দুধবাপ আবু সায়েফের বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে তাকে চুমা দিলেন ও শুঁকলেন। সে তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। আব্দুর রাহমান বিন আউফ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়, আমরা আমাদের মুখ থেকে এমন কথা বলি, যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হোন। আর হে ইব্রাহীম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত। (বুখারী)

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কন্যা তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার একটি পুত্র মৃতপ্রায়, সুতরাং আপনি আমাদের এখানে আসুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সালাম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন, তা তাঁরই এবং সেটাও তাঁরই, যা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচী রয়েছে। অতএব সে যেন পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে। কিন্তু তিনি (নবী-দুহিতা) পুনরায় এ শপথ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যেন অবশ্যই তার নিকট আসেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হলে, সা'আদ বিন উবাদা, মা'আয বিন জাবাল, উবায় বিন কা'ব, যায়েদ বিন সাবেত এবং আরো অনেকেই তাঁর সঙ্গী হলেন। শিশুটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কোলে তুলে দেওয়া হলো, তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিলো। (এ দৃশ্য দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। সা'আদ বলে উঠলেন এটা আবার কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, এটা দয়া মমতা, যা আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার অন্তরে রেখেছেন। (মনে রাখবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বিলাপ করে ও অধৈর্য না হয়ে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি না হয়ে কাঁদার অনুমতি আছে।

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সদয় ও নরম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন।

৮৮ সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার সাওয়াব

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে এমন কোন মুসলিম নেই যার তিনটি সন্তান বালেগ হওয়ার আগে মারা যায়,আর আল্লাহ তাঁর দয়াপরবশ ঐ সন্তানদের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।' (বুখারী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোন মুসলমানের তিনিটি সন্তান মারা যাবে তাকে আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। তবে কেবলমাত্র কসম পুরা করার জন্য।' (বুখারী)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে মেয়ের তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জাহান্নামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এক মহিলা বললো, আর যদি দু'টি সন্তান হয়? তিনি বললেন, যদি দু'টি হয় তবুও।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার সাওয়াব অনেক।

২। সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম।

৩। আল্লাহর রহমত অত্যধিক এবং তাঁর অনুগ্রহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৮৯ জানাযার নামায পড়ার ফযীলত ও উহার কতিপয় বিধান

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায আদায় করে ফিরে যায়, সে এক ক্বিরাত নেকী পায়। আর যে তাতে

শরীক হয়ে দাফন করা পর্যন্ত থাকে, সে দু'ক্বিরাত নেকী পায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ক্বিরাত কি? বললেন, দু'টি বড় বড় পাহাড়ের মত।' (বুখারী- মুসলিম)

বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দেন। রোগীকে দেখতে যাওয়ার, জানাযায় শরীক হওয়ার, কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহাম-দুলিল্লাহ' বললে, তার জাওয়াবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলার, দুর্বলদের সাহায্য করার, অত্যাচারিতদের সহযোগিতা করার সালামের প্রচলন সৃষ্টি করার এবং কসম পূরণ করার।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা কারো জানাযা আসতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে জানাযায় শরীক হবে, সে জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসবে না।' (বুখারী)

উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযার পেছনে যেতে নিষেধ করা হয়, তবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর কোন কড়াকড়ি করা হয়নি।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জানাযায় শরীক হওয়া সুন্নাত।

২। জানাযায় শরীক হওয়ার নেকী অনেক।

৩। যে জানাযার সাথে যাবে তার জন্য সুন্নাত হলো, জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

৪। মেয়েদের জানাযার সাথে যাওয়া নিষেধ।

৯০ কবরে মৃতব্যক্তির যা হয়

মৃতব্যক্তি কবরে তার সাথীদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়, যখন তারা প্রত্যাবর্তন করে।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'মৃতব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়। আর তার সাথীরা যখন প্রত্যাবর্তন করে, সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় দু,জন ফেরেশতা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যক্তি মুহাম্মাদ সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখ। আল্লাহ তোমার জন্য সেটাকে জান্নাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সে তখন উভয় স্থানকেই অবলোকন করবে। কিন্তু যদি সে কাফের বা মুনাফেক হয়, তাহলে বলবে, আমি জানি না। আমি তা-ই বলতাম, যা লোকে বলতো। তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছো, আর না তাদের অনুসরণ করেছো, যারা জানতো। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় মারা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট আওয়াজে চীৎকার করবে যে, তা মানব ও জ্বিন ব্যতীত পার্শ্বস্থ সবাই শুনতে পাবে।' (বুখারী)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায়, তার স্থানকে সকাল ও সন্ধায় তার নিকট পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসীদের একজন হয়, তাহলে জান্নাতবাসীদের স্থান পেশ করা হয়। আর যদি সে জাহান্নামীদের একজন হয়, তাহলে জাহান্নামীদের স্থান পেশ করা হয়।

তাকে বলা হয়, এটা তোমার স্থান যেখানে কিয়ামতের পর আল্লাহ্ তোমাকে পাঠাবেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরে মৃত ব্যক্তিকে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তা প্রমাণিত।

২। মৃত ব্যক্তি কিয়ামতের পূর্বে তার স্থান জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে অবলোকন করবে।

৯১। কবরকে সমান করার নির্দেশ

আবুল হাইয়াজ আল আসাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আলি বিন আবি তালেব আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি কাজ করতে পাঠাবো না, যে কাজ করতে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তা হচ্ছে, যে কোন প্রতিকৃতি পাবে তা মিটিয়ে দেবে এবং যে কোন উঁচু কবর পাবে, তা সমতল করে দেবে।' (মুসলিম)

ফুযালা বিন উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে (উঁচু) কবর সমতল করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।' (মুসলিম)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কবরকে পাকা করতে, কবরে বসতে এবং কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম)

ইবনে মারসাদ আল গানাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কবরে বসবে না এবং সেদিকে মুখ করে নামায পড়বে না।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরে কোন কিছু নির্মাণ করা, উঁচু করা এবং পাকা করা হারাম।

২। কবরের উপর বসা নিষেধ।

৩। কবরে নামায পড়া হারাম।

৯২ মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ফযীলত

আল্লাহ তা'য়ালা মসজিদে হারাম সম্পর্কে বলেন, 'আর যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবো।' (২২ঃ ২৫)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আমার মসজিদে নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া (পুণ্য লাভের আশায়) আর কোথাও ভ্রমণ করবে না। আর সে তিনটি মসজিদ হলো, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্বসা ও আমার এই মসজিদ।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বার আমার হওযের কিনারে অবস্থিত।' (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার নেকী অনেক

অনেক বেশী।

২। উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোথাও ভ্রমণ করা হারাম।

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঘর ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকুর অনেক ফযীলত।

৯৩। মক্কার বিধান

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, 'এই শহরকে আল্লাহই হারাম করেছেন। এর বৃক্ষাদি কাটা যাবে না। এখানকার কোন শিকারকে বিতাড়িত করা যাবে না এবং এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিসকে উঠানো যাবে না। কিন্তু যদি কেউ ঘোষণা দেওয়ার জন্য তুলে (তাতে কোন দোষ নেই)।' (মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পাঁচটি দুষ্ট প্রকৃতির জানোয়ারকে হালাল ও হারাম উভয় স্থানেই হত্যা করা যাবে। আর তা হলো, সাপ, কালো কাক, ইঁদুর, যে কুকুর কামড়ায় এবং চিল।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মক্কার বিরাট মর্যাদা।

২। সেখানকার বৃক্ষাদি কাটা ও স্থলচর পশু শিকার করা হারাম।

৩। সেখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানো জায়েয নয়। তবে যে ঘোষণা দিতে চায়, সে উঠাতে পারে।

৪। অনিষ্টকারী পশুকে কতল করা জায়েয। যেমন, সাপ, কাক, ইঁদুর, যে কুকুর কামড়ায় ও চিল।

৯৪। মেয়েকে এমন ছেলের সাথে বিয়ে করতে বাধ্য করা হারাম, যাকে সে চায় না

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'বিবাহিতা মহিলার বিয়ে তার নির্দেশ ছাড়া দেওয়া যাবে না। আর অবিবাহিতা মহিলার বিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না।

সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? তিনি বললেন, যদি সে চুপ থাকে।' (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'বিবাহিতা মহিলা তার নিজের ব্যাপারে অলীর চেয়ে অধিকার বেশী রাখে। আর অবিবাহিতা মহিলার নিকট অনুমতি নিতে হবে। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি বলে বিবেচিত হবে।' (মুসলিম)

খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা এমন এক ছেলের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেয়, যাকে সে অপছন্দ করে। অথচ সে বিবাহিতা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিকট উপস্থিত হয়ে সে যখন এ কথা জানালো, তিনি তার এ বিয়ে বানচাল ঘোষণা করেন।' (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বিয়েতে মেয়ের অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব।
২। অবিবাহিতা মেয়ের চুপ থাকাই তার অনুমতির জন্য যথেষ্ট।
৩। মহিলার সন্তুষ্টি বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

৯৫। ঐক্যের আদেশ ও অনৈক্যের নিষেধ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে

ধারণ করো এবং দলাদলিতে পড়ো না।' (৩ঃ ১০৩)

আরফাজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'এমন সময় আসবে, যখন সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তবে যদি কেউ এই উম্মতের ঐক্যবদ্ধ বিষয়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করে, তাহলে তরবারী দিয়ে তার শিরোচ্ছেদ করে দাও, তাতে সে যে-ই হোক না কেন।' (মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'অবশ্যই মহান আল্লাহ তোমাদের তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর এবাদত করবে। তাঁর সহিত কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। সকলে মিলে তাঁর রজ্জুকে আকঁড়ে ধরে থাকবে এবং আল্লাহ যাদের উপর তোমাদের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তাদের অনুসরণ করবে। আর আল্লাহ তোমাদের তর্কবিতর্ক, বেশী জিজ্ঞাসাবাদ এবং মালের অপচয়কে অপছন্দ করেন।' (মুসলিম)

ইরবায বিন সারীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের মর্মস্পর্শী উপদেশ দেন। যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত হয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো বিদায়ী উপদেশ মনে হচ্ছে? কাজেই আমাদের আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় কারার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর কোন হাব্‌শী গোলামকেও যদি তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়, তার কথা শুনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার

সুন্নাত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর দ্বীনে নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা প্রত্যেকটি 'বিদআত'ই পথভ্রষ্টতা।' (আবু দাউদ ও তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে ধরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
২। মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
৩। মতভেদের সময় রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯৬। আমানতের হিফাযত করা এবং উহা আদায় করা

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমরা এই আমানতকে আকাশমন্ডল, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না। তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ উহাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় যালেম ও মূর্খ তাতে কোন সন্দেহ নেই।' (৩৩ঃ৭২) তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, যাবতীয় আমানত উহার উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও।' (৪ঃ৫৮) তিনি আরো বলেন, '(মুমিন তো তাঁরাই) যারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে।' (৭০ঃ৩২)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কখন হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন বিরতি না দিয়ে কথা বলেই চললেন। অবশেষে কথা বলা শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই লোক। তিনি বললেন, যখন আমানত নষ্ট করে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো। প্রশ্নকারী বলল, আমানত নষ্ট করে দেওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন অনুপযুক্ত লোককে কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।' (বুখারী)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসল্লাম অধিকাংশ খুৎবাতে বলতেন, 'যে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করে না, তার ঈমান থাকে না। আর যে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না, তার দ্বীন থাকে না।' (আহমদ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আমানত বিরাট জিনিস, তাই উহার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করা হলো, সাফল্য লাভকারী মুমিনদের গুণ বিশেষ।

৩। যাবতীয় আমানত তার উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৪। যে আমানতের হিফাযত করে না, তার দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৯৭ আল্লাহর প্রতি আহ্বান করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হবে, যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো

এবং বললো, আমি মুসলমান।' (৪১:৩৩) তিনি আরো বলেন, 'হে নবী! তোমার প্রভুর পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে।' (১৬: ১২৫) তিনি আরো বলেন, 'হে নবী! তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি জ্ঞানের পূর্ণ আলোকে। আর আমার সঙ্গী-সাথীরাও।' (১২: ১০৮)

সাহ্‌ল বিন সাআ'দ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) কে খায়বার যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, 'যাও, তাদের বস্তিতে অবতরণ করে, তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাও এবং তাদের উপর মহান আল্লাহর অত্যাবশ্যকীয় অধিকারগুলি সম্পর্কে অবহিত করাও। কেননা, আল্লাহর শপথ! যদি একজন মানুষও তোমার মাধ্যমে সুপথ পায়, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের থেকেও উত্তম হবে।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সুপথের দিকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি যারা হিদায়েতের পথে চলে তাদের সমান প্রতিদান পায়। তবে হিদায়েতের পথ অবলম্বনকারীদের নেকীতে কোন কমতি করা হয় না। যে ব্যক্তি গুমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তার গুমরাহীর পথ অবলম্বনকারীদের সমান গুনাহ হবে। তবে তাদের গুনাহতে কোন কিছু কমতি করা হয় না।' (মুসলিম)

<u>উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী</u>

১। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর অনেক মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য রয়েছে।

২। কারো মাধ্যমে একজন মানুষও যদি হিদায়েত পায়, তাহলে সে

বিপুল নেকীর অধিকারী হয়।
৩। যে ব্যক্তি মানুষকে কোন ভাল কাজের দিকে আহবান জানায়, সেও তার অনুসরণকারীদের মত নেকী পায়।

৯৮ প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষেধ

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একজনের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট মুখোমুখি প্রশংসা করলে তিনি বললেন, 'হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। এরূপ বারবার বলার পর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, আমি ওকে এইরূপ মনে করি-যদি জানে যে সে প্রকৃতই এইরূপ- এবং আল্লাহ ওর হিসাব গ্রহণকারী। তাঁর জ্ঞানের উপর করো প্রশংসা করি না।' (বুখারী-মুসলিম)

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির অতিরিক্ত সীমাহীন প্রশংসা করতে শুনে বললেন, 'তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন করলে, অথবা তাকে ধ্বংস করলে।' (মুসলিম)

মিক্বদাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের মুখে ধূলো ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
২। প্রশংসাকারী তার জানা মতে এইভাবে বলতে পারে, 'আমি তাকে এই রকম মনে করি। আর আল্লাহ তার হিসাব গ্রহণকারী।

৩। মুখোমুখি প্রশংসাকারীর মুখে ধূলো ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯৯ গান-বাজনা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন, 'লোকদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গুমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথা-বার্তা সংগ্রহ করে।' (৩১ঃ ৬)

আবু মালেক আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমনও লোক আসবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, শারাব পান এবং গান-বাজনাকে বৈধ মনে করবে। কিছু লোক পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে। তাদের নিকট তাদের শ্রমিক বা রাখালরা আপন প্রয়োজনের জন্যে এলে, এই বলে বলে ফিরাতে থাকবে যে, কাল এসো। হঠাৎ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। কিছু লোকের উপর পাহাড়কে চাপিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন। আর কিছু লোককে কিয়ামত পর্যন্ত শূকর ও বানর বানিয়ে দিবেন।' (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গান-বাজনা হারাম। উহা হলো হারাম কৃত অবান্তর জিনিস।

২। এই উম্মতের কিছু লোক গান-বাজনাকে বৈধ ভাবে।

৯৬ যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মাহাত্ম্য ও উহার কতিপয় বিধান

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের অপেক্ষা অন্য কোন দিনের ভাল কাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়

নয়। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও কি(উক্ত দিনগুলির চেয়ে উত্তম নয়)? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল সহ জিহাদে বের হয়ে এর কোন কিছুই নিয়ে বাড়ী ফেরে নি।' (তার এই জিহাদ অবশ্যই উক্ত দশদিনের চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখে) (বুখারী)

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের প্রবেশ ঘটলে, তখন তোমাদের মধ্যে কোরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন তার মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল কর্তন না করে।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যেন সে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত অনেক বেশী।

২। এই দিনগুলিতে ভাল কাজ খুব বেশী বেশী করা মুস্তাহাব।

৩। কোরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই দিনগুলিতে চুল ও নখ কিছু কাটবে না।

১০০ আল্লাহর বিরাটত্ব ও তাঁর রাজত্বের বিশালতা

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট ছিলে, কেবল সে ছাড়া যাকে আমি হিদায়েত দিয়েছি। কাজেই তোমরা আমার নিকট হিদায়েত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়েত দান করবো। হে

আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি, সে ব্যতীত তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত ছিলে। তাই আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেবো। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে কাপড় দিয়েছি, সে ছাড়া তোমরা প্রত্যেকেই উলঙ্গ ছিলে। সুতরাং আমার কাছে কাপড় চাও, আমি তোমাদেরকে কাপড় দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাকো, আর আমি তোমাদের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিই। তাই তোমরা আমার কাছে গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আমার কোন লাভও করে দিতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জ্বিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ্‌ভীরুর দীলের মত দীলসম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জ্বিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সব চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষের দীলের মত দীলসম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের জ্বিন ও মানুষ কোন এক স্থানে একত্রিত হয়ে একত্রে আমার নিকট কিছু চায় এবং আমি যদি তাদের সকলের চাহিদা পূরণ করে দেই, তাহলে তাতে আমার নিকট যে ধনভান্ডার আছে, তা হতে ততটুকুই কমে যায়, যতটুকু সমুদ্রে একটি সুঁচ ফেললে তার পানি কমে যায়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলগুলিকে তোমাদের জন্য জমা করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ প্রতিদান দেবো। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজে-

কেই তিরস্কার করে।' (মুসলিম)

উক্ত হাদীসের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর বিরাটত্ব ও তাঁর রাজত্বের বিশালতার কথা বলা হয়েছে।

২। আল্লাহর বিশাল শক্তি, সামর্থ এবং স্বীয় সৃষ্টি থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিহীনতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩। প্রত্যেক সৃষ্টির তাঁর হিদায়েত, তাঁর তরফ থেকে রুজি এবং তাঁর ক্ষমার দারুণ প্রয়োজন।

সূচীপত্র

সময়ের মূল্য দেওয়া প্রসঙ্গে	৩	ঈদের নামাযের বিধান	৩২
তাবিজ ব্যবহার প্রসঙ্গে	৪	ঈদের নামায	৩৩
গণকের নিকট যাওয়া হরাম	৫	ঈদের নামায	২৪
যাদু থেকে সতর্ক	৬	কোরবানী	৩৫
ঝাঁড়-ফুঁক	৮	সূর্য গ্রহণের নামায	৩৬
গায়রুল্লাহর নামে শপথ	৯	বৃষ্টি কামনা করা	২৭
অলক্ষণ-কুলক্ষণ	১০	ইস্তিসক্বার নামায	৩৯
আল্লাহর উপর ভরসা	১১	বৃষ্টি সম্পর্কীয় বিধান	৪১
দোআ কবুল হওয়ার সময়	১২	ইসতিখারার নামায	৪২
জামা'আতে নামায পড়া	১৪	ইয়াতীমদের প্রসঙ্গে	৪৪
উহার ফযীলত	১৫	ইয়াতীমের মাল খেলে	৪৫
ধীরে নামাযে আসা	১৬	মানুষকে ভালবাসলে	৪৫
নামাযের জন্য আগে আসা	১৭	ছবি তুলা কি?	৪৭
মসজিদ প্রবেশের নামায	১৮	স্বপ্ন প্রসঙ্গে	৪৮
প্রথম কাতারের ফযীলত	১৯	স্বপ্নের আদব	৪৯
কাতার সোজা করা	২০	দাওয়াত কবুল করা	৫০
ফজরের নামাযের ফজীলত	২১	অনুমতি চাওয়া প্রসঙ্গে	৫১
আসরের ফজীলত	২৩	শয়তান থেকে সতর্ক	৫২
রাতের কিয়াম	২৪	অঙ্গীকর ভঙ্গ না করা	৫৩
তারাবীর নামায	২৬	ধোঁকা না দেওয়া	৫৪
নফল নামায	২৭	ক্রোধ নিষেধ	৫৫
জুমআর দিনের ফজীলত	২৯	কবরের যিয়ারত	৫৭
আগে-ভাগে জুমআয় আসা	৩০	মদপান হারাম	৫৮
জুমআর আদব	৩১	ঝগড়া থেকে সতর্কতা	৫৯

গাছ লাগানোর ফযীলত ৬১
ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ৬১
বেশী হাসা নিষেধ ৬৩
মিথ্যা কসমের পরিণতি ৬৪
মিথ্যা সাক্ষ্য হরাম ৬৫
অভিসম্পাত না করা ৬৬
কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে ৬৭
যা বলা হারাম ৬৮
জিহাদের ফজীলত ৬৯
শহীদের সাওয়াব প্রসঙ্গে ৭০
জিহাদে সাহাবীদের উদ্দীপনা ৭২
মুমিনের প্রয়োজন পূরণ করা ৭৫
বিদআত প্রসঙ্গে ৭৬
রাসূলের উপর দরূদ পাঠ ৭৮
অভাবীকে অবসর দেওয়া ৮০
সূদ থেকে সতর্ক থাকা ৮১
কুরআন পড়ার ফযীলত ৮২
দু'টি সূরার ফজীলত ৮৩
আল্লাহর পথে সাদক্বা ৮৫
উত্তম সাদক্বা ৮৮
গোপনে সাদক্বা করা ৮৯
প্রকাশ্য সাদক্বা প্রসঙ্গে ৯০
চাওয়া নিষেধ ৯২
কতিপয় নিষিদ্ধ বাক্য ৯৩
মরণকে স্মরণ করা ৯৩
মৃত্যুর সময় কি করবে ৯৪
শেষ আমলই লক্ষণীয় ৯৫
জানাযার বিধান ৯৬
মৃত্যুকে দাফন করা প্রসঙ্গে ১০০
ধৈর্য ধারণ প্রসঙ্গে ১০২
অসীতের বিধান ১০৩
উত্তরাধিকারের বিধান ১০৪
যে কাঁদার অনুমতি আছে ১০৫
সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ১০৭
জানাযার ফযীলত ১০৭
কবরে মৃতব্যক্তির যা হয় ১০৯
কবরকে সমান করা ১১০
মসজিদে হারাম ও নববী ১১১
মক্কার বিধান ১১২
মেয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে ১১৩
ঐক্য প্রসঙ্গে ১১৩
আমানত প্রসঙ্গে ১১৫
আল্লাহর প্রতি আহ্বান ১১৬
প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ১১৮
গান-বাজনা হারাম ১১৯
যুল হজ্জের দশদিন ১১৯
আল্লাহর মাহাত্ম্য ১২০